রত্নাবতী নাটক।

শ্রীকেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণীত।

শ্রীযদুনাথ দত্ত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

(প্রথম সংস্করণ)

কলিকাতা।

চিৎপুর রোড ৩৩৪ নং ভবনে

কমলাকান্ত যন্ত্রে

শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৫ সাল।

রত্নাবতী নাটক

শ্রীকেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণীত।

শ্রীযদুনাথ দত্ত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

(প্রথম সংস্করণ)

কলিকাতা।

চিৎপুর রোড ৩৩৪ নং ভবনে

কমলাকান্ত যন্ত্রে

শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৮৫ সাল।

বিজ্ঞাপন

পাঠক মহাশয়গণ! সাতিশয় শ্রম ও আয়াস সংকলিত এই রত্নাবতী নাটক নামক ক্ষুদ্র রচনা কুসুমতোরা আপনাদের হস্তে প্রদান কর্‌লেম, যদ্যপি প্রযত্ন সহকারে আঘ্রান গ্রহণ করেন, তাহা হইলে, ইহাতে যে বিবিধ সৌগন্ধীয় কুসুম আছে, তাহার বিশেষ পরিচয় পাইবেন, পরিবেষ্টিত পত্র সন্দর্শনে অসন্তুষ্ট হবেন না, সকল বহুমুল্য দ্রব্য পরিরক্ষণেই কঠিন ও অপদার্থ বিষয় আবশ্যক, যাহা হউক, এক্ষণে এতদ্দর্শনে সকলে পরিতোষ লাভ করিলেই আমার শ্রম সার্থক জানিয়া চরিতার্থ হই, কিমধিক মিতি।

২১ জ্যৈষ্ঠ
১২৮৫

একান্ত বশম্বদ
শ্রীকেদারনাথ গঙ্গপাধ্যায়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

রাবণ।	লঙ্কাধিপতি।
অজিৎ।	কিন্নর রাজকুমার।
নল।	কুবের কুমার। নায়ক।
মধুদৈত্য।	যক্ষ উপবনের প্রধান প্রহরি।
রক্ষগণ।	

স্ত্রীগণ।

রম্ভাবতী।	স্বর্গ নৃত্যকারী পরী।
চারুকেশা। } মসৃহুরা। }	রম্ভাবতীর সঙ্গিনীদ্বয়।

রম্ভাবতী নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

দৃশ্য—সুবর্ণ শিখরস্থ প্রাসাদ সন্নিকট উপবন।

(পুষ্পচয়ন করিতেং মসন্নুরা ও চারুকেশীর প্রবেশ।

মস্নুরা। চারুকেশী! তুমি ভাই আমার কত আগে এসে অবধি ফুল তুল্ছো, এখন তোমার সাজি পূর্ণ হয়নি, কিন্তু আমার দেখ আর ধরে না, সাধ করে কি ঠাকুরাণি বল্লেন যে, "চারুকেশী সর্ব্বদা অমনোযোগিনী, কোন বিষয়ে ওর মন স্থির নাই, সুদ্ধ একাগ্রচিত্তে, কোন অনিশ্চিত বিষয়ের ভাবনায় নিমগ্ন," তা ভাই! আজ আমি তোমার ফুল তোলা দেখেই বুঝ্তে পেরেছি।

চারু। মস্নুরা! আমি যে সর্ব্বদা কেন চিন্তাযুক্তা থাকি, তা তোমার কাছে কি করে প্রকাশ করি? আমার হৃদয়-সিন্ধু দিবারাত্র শোক হিল্লোলে পূর্ণ, বিরহানিল বহনে দিবারজনী সমভাব, মনে সুখের লেশমাত্র নাই।

মস্। কেন ভাই, আমরা উভয়ে চিরকাল একত্রে বাস করেছি, যার যা মনে উদয় হচ্চো, উভয়ের কাছে, উভয়েই প্রকাশ কর্তেম কিন্তু আজ কাল তোমার আর সে কাল নাই, মনের কথা মনে রেখে আপনিই সুখ দুঃখ সম্ভোগ

কর, শৈশবাবস্থার সঙ্গিনীকে আর বিশ্বাসের পাত্রী বলে বিবেচনা করনা, সই! তোমার এরূপ আচরণে বড় দুঃখিতা হলেম।

চারু। মসৃনুরা! আমার দুঃখে অনর্থক কেন তোমায় দুঃখিতা করবো? প্রিয় সঙ্গিনীকে সুখ ভাগিনী করাই উচিত, দুঃখ ভাগিনী করা নিসিদ্ধ, তা সই! আমার সুখের সময় হলে তোমায় মনের কথা বলবো।

মস্। চারুকেশা! প্রিয়সঙ্গিনী মসৃনুরা তোমার উভয় অবস্থার বিষয় জানবার পাত্রী, তবে যে তাকে কেন দুঃখের কথা গুপ্ত কর, তা তার বুদ্ধির অগম্য, যা হোক্ ভাই! কালের কি বিপর্য্যয় গতি!

চারু। মসৃনুরা! আমি জানি যে, তুমি আমায় প্রাণের সহিত ভাল বাস, তা পাছে তুমি আমার দুঃখের কথায় দুঃখিতা হও, সেই জন্য আমি এত দিন বলি নাই, কিন্তু তুমি যখন জানবার কারণ ব্যাগ্রতা প্রকাশ করছ, তখন আমি আর কি করে গুপ্ত রাখি? [স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া] সই! দেবরাজের নন্দন কাননে হেম সরোবর প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে আমাদের দেবসভায় আমন্ত্রণ হয়, সেই দিন হতেই আমার দুঃখের প্রারম্ভ,— কিন্নর রাজ-পুত্র অজিৎকে অবলোকন মাত্র আমার সমস্ত দেহে অদ্ভুত ভাবের সঞ্চার হয়, এমন কি, প্রথম দর্শনেই আমি চিত্রিত পুত্তলির ন্যায় স্তম্ভিতা হয়ে, সেই বিমল মুখ চন্দ্রিমার দিকে দৃষ্টি করে রৈলেম,— কিন্নরকুমার আমার এতাদৃশ ভাব দর্শনে সাতিশয় পুলকিত হয়ে, আমার নিকট এসে আমার কর ধারণ করে, অদ্ভুত সুমিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "অয়ি সুচরিত্রে! তুমি কি কাহাকেও

কর কমল প্রদান কর্তে প্রতিশ্রুতা আছ,কিম্বা স্বাধিনা আছ?" সই! আমি সেই কিন্নর কুমারের চারু-কর-কমলের স্পর্শে মোহিতা হয়ে উত্তর কর্লেম, যে, "প্রাণেশ! আমিকুমারী," এই মাত্র শ্রবণ করে তিনি আমাকে একেবারে প্রসারিত বাহুদ্বয় মধ্যে প্রগাঢ় ভাবে আলিঙ্গন করে, যে কত কথা বল্লেন, তা সই! আমার মনে আসেনা, এমন সময় কতিপয় দেবী সহকারে ঠাকুরাণী সেই স্থানে উপস্থিত হলেন, কিন্নর কুমার পলক মধ্যে "ভয় নাই, শীঘ্র দেখা হবে" এই দুটী মাত্র কথা বলে অলক্ষিত ভাবে প্রস্থান কর্লেন,—আমি ঠাকুরাণীর সঙ্গে মিলিতা হয়ে নিশা যাপন করে সুবর্ণ শিখর অঞ্চলে এলেম, সেই পর্য্যন্ত আমি আর সে মদন মনোহারী কিন্নর কুমারের কোন সংবাদ পাই নাই। ভাই! আমার এ দুঃখে কে দুঃখি হবে, যে তার কাছে বল্বো? সেই প্রাণেশ্বরের বিরহে আমার মন নিয়ত বাতুলের ন্যায় হয়েছে, কোন সাংসারীক বিষয়ে স্থির হয় না, সই! মাথা খাও, এ বিষয় যেন আর কেউ না শোনে, তা হলে আমি আর কার কাছে মুখ তুল্তে পার্বো না, মাথা খাও, ভুলো না।

মস্। চারুকেশা! মনের কথা প্রকাশ করে আমায় যে কত দুর বাধিত কর্লে, তা বলা যায় না, আমিও তোমার কাছে প্রতিশ্রুত হলেম যে, সাধ্যমত তোমার উপকার কর্তে ত্রুটী কর্বো না।

চারু। মস্নুরা! দেখো যেন ঠাকুরাণী এ বিষয় কিছু না জানতে পারেন, তা হলে তিনি আর আমার মুখ দর্শন কর্বেন না।

মস্। চারুকেশা! তুমি কি আমায় এতদুর নির্বোধ বিবেচনা কর।

[নেপথ্যে পদশব্দ]

যাহোক, স্থির হয়ে কুসুম চয়ন কর কে যেন লতাগৃহে প্রবেশ করেছে,—

[উভয়ের পুষ্পচয়ণারম্ভ]

[রত্নাবতীর প্রবেশ।]

রত্না। হ্যাঁলা মস্নুরা! তোর কি বিবেচনা! চারুকেশা তো অকর্ম্মণ্যা হয়েছে, ওর কথায় আর আমার দরকার নাই, কিন্তু তুই তো আজ ফুল তুলতে আসিস্নে? দিবাবসানের আর বিলম্ব কি? অবগাহনাদি করে বেশ ভুষা কর্‌তে, যে আমার এক প্রহর রাত্রি হবে, আর আমাদের এই সুবর্ণ শীখরতল হতে কৈলাসপুরে যক্ষ রাজকুমারে বাটী কত দুর বল দেখি?

মস্। আপনি আমাকে বৃথা ভৎর্সনা কর্‌চেন, যে সমস্ত কুসুম আপনার মনোনীত, আমি সুদ্ধ সেই সকল পুষ্প চয়ন কর্‌তে সমস্ত উপবন পরিভ্রমণ কচ্ছি, চলুন, আর আমাদের বিলম্ব নাই।

রত্না। [চারুকেশার চিবুক ধরিয়া] আমি প্রতি দিন চারুকেশাকে বিষণ্ণা দেখে থাকি, কিন্তু আজ চক্ষু পল্লবে অশ্রুচিহ্ন দৃষ্ট হচ্ছে, নাসিকা উন্নত, সমস্ত মুখ মণ্ডল অলক্তবর্ণ এর কারণ কি? গন্ধর্ব্বকুমারি! তুমি আমায় প্রতিদিন প্রতারণা কর, কিন্তু আজ তোমায় আমার নিকট যথার্থ মনোভাব প্রকাশ কর্‌তে হবে, তোমার প্রসূতী আমার

শৈশবকালের সঙ্গিনী, কাযেই তোমার উপর আমার স্নেহ অধিক, তুমি আমার গৃহে এতাবৎকাল সর্ব্বদা প্রফুল্লতাভাবে অতিত করেছ, কিন্তু আজ কাল তোমার ভাবের পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছি কেন? তোমার এখানে কি অসুখের কারণ হয়েছে বল, আমার পরিচারীকাগণের মধ্যে কি কেহ তোমায় কোন কথা বলেছে, না গৃহ প্রত্যাগমনের কারণ তোমার মন চঞ্চল হয়েছে?

চারু। [নেত্র মোচনান্তে]; ঠাকুরাণি! আজ দ্বাদশ বৎসর আমি আপনার সেবিকা কার্য্যে নিযুক্ত আছি, এক দিনের জন্যেও আমি কোন কারণে অসুখী হই নাই।

রত্না। তবে তোমার কি হয়েছে আমায় বল।

চারু। আমায় সর্ব্বদা বিষণ্ণা বা চিন্তাযুক্তা দেখে আপনি অমঙ্গল চিন্তা কর্‌ছেন, কিন্তু আমি আপনাকে যোড়হস্তে অনুরোধ কচ্ছি, আপনি সে বিষয় অন্তর হতে বিসর্জ্জন দিন, সে বিষয় জ্ঞাত হবার কোন আবশ্যক নাই।

রত্না। স্নেহ বশতঃ আমার মন তোমার জন্যে ব্যাকুলা হয়, সেই জন্যে আমি এক কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, কিন্তু তুমি যখন আমার নিকট আপাততঃ প্রকাশ কর্‌তে অনিচ্ছা. প্রকাশ কর্‌লে, তখন আর আমি জানুতে ইচ্ছা করিনা। যা হোক্, তুমি আমার সহ যক্ষরাজপুরে যাবে কি না?

চারু। ঠাকুরাণি। আপনার আজ্ঞা আমি কোন কালে অন্যথা করে থাকি, যে আজ অস্বীকার প্রকাশ করবো? আর আপনার নিকট আমার মনোভাব গোপন করার কারণ, আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না, আমার ও রূপ করার বিশেষ কারণ

আছে, আপাততঃ আমায় ক্ষমা করবেন, এই মাত্র আমার ভিক্ষা।

রম্ভা। গন্ধর্ব্বকুমারি! আমি তোমার কথায় সাতিশয় পরিতুষ্টা হলেম, যাহোক আর বিলম্বে আবশ্যক নাই, মসুন্দুরা! তুই হার কছড়া প্রস্তুত করগে যা, দিবাকর তো সিন্ধুজলে অস্ত গেলেন, আমার বেশ ভূষা সমাপন কর্‌তে এক প্রহর অতিত হবে তার আর কোন সন্দেহ নাই।

মস্। ঠাকুরাণি! আপনি চারুকেশার সহ অগ্রগামিনী হন, আমি ত্বরায় যাচ্ছি।

রম্ভা। আচ্ছা, চারু! এসো আমার বেশগৃহে এসো।

[প্রস্থান।

মস্। [স্বগতঃ],— যক্ষরাজ ভবনে ঠাকুরাণীর অভি-লাসের কথা কে যেন, ঐ লতামণ্ডবের ভিতর হতে শ্রবণ কচ্ছিল না? পদ-বিক্ষেপ শব্দ যেন আমার কর্ণ গোচর হলো, এতো ভাল নয়? আমার মন যেন অনিশ্চিত বিপদাশ-ঙ্কায় পরিনত হয়ে, বিষম মনোচিন্তা বৃদ্ধি কর্‌তে লাগ্‌লো, যাই, ত্বরায় ঠাকুরাণীকে এই রূপ ঘটনার কথাটা বলে তাঁকে সাবধান করে দিইগে, তা হলে তিনি তার প্রতিবিধান কর্‌তে সমর্থা হবেন।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

শিলাঞ্চল সন্নিদ্ধ উপত্যকাভুমি।

[রাবণের প্রবেশ।]

রাবণ। হা! হা! হা! কি অদ্ভুৎ কৌশলে আজ রম্ভার মনোভাব জান্‌তে পেরেছি! আমি সমস্ত স্বর্গ মর্ত্য পাতাল বিজয়ী হয়েছি, কিন্তু তত্রাচ কতকগুলা স্বর্গ বারাঙ্গণার দর্প চূর্ণ কর্‌তে পারিনে, তম্মধ্যে রম্ভা এক জন প্রধানা! সুরেন্দ্রের পত্নি শচী পর্য্যন্ত আমার নিকট করযোড়ে কথা কয়েছে কিন্তু, তত্রাচ রম্ভাবতী আমার অবজ্ঞা করে, এক দিনের জন্য সম্ভাষণ করে না,—অপ্‌সরা! তোমার এই রূপ আচরণে যে আমি মনেং কি প্রতিজ্ঞা করেছি, জান্‌লে পরে তোমার মনের প্রফুল্লতা একেবারে অন্তর্দ্ধান হতো, যা হোক, তোমার সমস্ত গর্ব্ব আজ দশানন হস্তে চূর্ণ হবে, তোমার কল্পিত নরকাগার সদৃশ কারাগারে দেবমোহনীরূপ বিনষ্ট কর্‌বো, তখন দেখ্‌বে, যে কোন্‌ অমর তোমার উদ্ধার সাধন করে, সুরেন্দ্র সভার প্রধান নর্ত্তকী বলে মনেং সাতিশয় অহঙ্কার আছে, ত্রিভুবন বিজয়ী রক্ষপতি সেই জন্য তোমার অবজ্ঞার পাত্র? আচ্ছা, আজ এই ছদ্মবেশে তোমায় না হরণ করি তো আমায় যেন আর কেহ রক্ষকুলভরষা বলে না সাম্বাধন করে।

[জনৈক দৈত্যের প্রবেশ]

দৈত্য। কেহে বাপু তুমি, আমাদের উপবনের ভেতর কি কচ্ছো?

রাবণ। আমি পান্থ, পথশ্রমে কষ্ট হয়েছে বলে, এই উপবনে বিশ্রাম কচ্ছি, এই তো আমার পরিচয় পেলে, এখন আর কি বল্‌বো বল?

দৈত। বাবা! তুমি আবার পথিক কোন খানটা? পায়ের যুতো চক্‌ চক্‌ কর্‌ছে একটু ধুলো নাই, খাসা কালাপেড়ে কাপড় পরা, কোঁচান চাদর পিরাণ, যেন বকের পালক, এই বুঝি পথিকের বেশ? হাতে গোলাপের তোড়া। ও সব কথা এখানে চল্‌বেনা এ বড় শক্ত যায়গা।

রাবন। তা আমি পথিক হই আর যে হই, তোমার তাতে ক্ষতি কি বাপু? পথিক বলে পরিচয় দিলাম, বিশ্বাস হয় ভালই, নতুবা আমায় অধিক বিরক্ত করোনা।

দৈত্য। ওমা! তুমি কেগা? তুমি আমার প্রভুর বাগানে এসে বাবুয়ানা কচ্ছো, তা জিজ্ঞাসা কর্‌তে এই জবাব! আমার কথায় কিনা বিরক্ত হলেন! কোথা যাবগা?

রাবণ। [ক্রুদ্ধভাবে]; দেখ্‌ তোকে আমি এই মাত্র নিষেধ করলেম যে, আমায় বিরক্ত করিসনে, তবু বারম্বার আমায় ত্যাক্ত কচ্ছিস, এর পর কিছু শিক্ষা না দিলে আর নিরস্ত হবিনা।

দৈত্য। ইস্‌! এঁর যে বড় গরম মেজাজ দেখতে পাই, তুমি কি আমার শিক্ষাগুরু যে আমায় শিক্ষা দেবে, তুমি অন্য যায়গায় আর কারেও শিক্ষা দাওগে, আমাদের এখানে শিক্ষা দেওয়া চলেনা, কি! আমার শিক্ষা?

রাবণ। পাষণ্ড! তোর নিতান্ত কুবুদ্ধি ঘটেছে, তাই তুই এত কথা কচ্ছিস, এর পরে তুই এক ঘা খেলেই সুধ্‌রে

যাবি। আমি হিতার্থে তোকে এত কথা বল্লেম, নিতান্ত কুবুদ্ধি বশতই তাই সে সকল অবজ্ঞা কর্‌ছিস্।

দৈত্য। [সক্রোধে] কি নরাধম! পাতকি! তুই আমায় শারিরিক শাস্তির ভয় প্রদর্শন কর্‌লি, তোর জ্ঞান নাই যে আমি যক্ষ রাজের প্রহরী প্রধান মধুদৈত্য? আমার একটীমাত্র অঙ্গুলি স্পর্শে তোর সমান কত জনকে শমন সদনে প্রেরণ কোর্‌তে পারি? পিশাচ! শীঘ্র উপবন হতে বহির্গমন কর, নতুবা আমার হস্তে আজ তোর শমন দর্শন হবে, আমায় শাস্তি দিবি মুখে আন্‌তে তোর হৃদকম্প হলো না? তুই সাতিশয় নির্লজ্জ, তোরে অভয় দিলেম, অন্যত্রে গমন করে আপনার জীবন রক্ষা কর্‌গে যা।

রাবণ। কি দৈত্যাধম! যক্ষপতির শ্রেষ্ঠ প্রহরী বলে তোর এত অহঙ্কার, যে তুই আমার নিকট সেই কাপুরুষের গরিমা করিস্? শীঘ্র! আমার সম্মুখ হতে বহির্গত হঃ নতুবা এই দণ্ডে আমি তোর জীবন বিনষ্ট করে ক্রোধানল নির্ব্বাণ কর্‌বো! তুই জানিস না যে আমি, ত্রিভুবন বিজেতা রক্ষপতি লঙ্কেশ্বরের জ্ঞাতি!

দৈত্য। তুই রাক্ষস! কিন্তু নরাকৃতি ছদ্মবেশে কেন? দুরাচার! তুই যে রক্ষ-পিশাচ-রাবণের জ্ঞাতি বলে পরিচয় দিলি, তাতে আমার শঙ্কা কি? যক্ষপতির সৈনীকেরা কি লঙ্কেশের পরাজিত প্রজা, তাই তার নাম শ্রুত মাত্রেই ভয়ে মূর্চ্ছা যাবে? রাক্ষসের যতদূর বীরত্ব, তা কৈলাসবাসীরা জ্ঞাত আছে, তা তুই যখন রাবণের জ্ঞাতি তখন শীঘ্র আমার সম্মুখ হতে বহির্গমন কর, না হলে এই লৌহ গদায় স্তেকমরতা

চূর্ণ কর্‌বো। রাবণের নাম শ্রবণ মাত্রেই আমাদের ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে!

রাবণ। হা! [ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া] দৈত্যাধম। লঙ্কেশ্বর রাবণ, যার ভয়ে ত্রিভুবন কম্পবান হয়, সে কি তোর ন্যায় নিকৃষ্ট দৈত্যের পরিহাসের পাত্র? এই বার আত্মরক্ষা কর দেখি। [আক্রমণ]

দৈত্য। হা! তুইই রাবণ! তা হোক্, যখন তোর সহ বৈরীতা ভাব স্বীয় মুখে ব্যক্ত করেছি, তখন আর তোর সহ সম্মুখ সংগ্রামে কখন পরাঙ্‌মুখ হবো না, তা আর, রক্ষপিশাচ! মধুদৈত্য কাপুরুষ নয়।

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে২ প্রস্থান]

[চারুকেশা সহকারে রম্ভাবতীর প্রবেশ]

রম্ভা। চারু! এই উপবন মধ্যে অনেক স্থলে বিবিধ প্রকার ছিন্নালঙ্কার, শোণিত চিন্ন ও পরিচ্ছদ বিক্ষিপ্ত রয়েছে কেন? এর কোন কারণ তো আমার অনুভুত হয় না।

চারু। ঠাকুরাণি! আপনি যা বল্লেন আমারও ঐ চিন্তা, আরো এই স্থানটী দৃষ্টি করে দেখুন, নবীন ঈষৎ সবুর্জ বর্ণ তৃণের উপরে সমর ও শোণিত চিহ্ন রয়েছে, আর মৃত্তিকাও যেন স্থানে২ পদভরে দলিত হয়েছে, বোধ হয় এখানে কোন ব্যক্তি কাহার সহ সংগ্রাম করে থাক্‌বে।

রম্ভা। চারু! দেখ মা, আজ আমার দক্ষিন চক্ষু থেকে২ স্পন্দন কর্‌ছে, বোধ হয় কোন অমঙ্গল ঘটনা হবে, আমার আজ গৃহ পরিত্যাগ করে আসা ভাল হয় নি।

চারু। ঠাকুরানি! সুরেন্দ্রের সভার প্রধানা রত্ন অপ্সরা ধনের আবার কি অমঙ্গল হবে? আপনি ও দুরাশা হৃদয় হতে বহিষ্কৃত করুন।

রম্ভা। চারু! আমি এ কুচিন্তা মন হতে কোনক্রমে দূর কর্‌তে সক্ষম হচ্ছি না, আমার বোধ হচ্ছে, যে নিশ্চয়ই আজ আমার কোন অমঙ্গল ঘটনা হবে,—

চারু। যক্ষরাজ কুমারের নিকট অভিসার করেছেন, এ স্থানও অতি রম্য, তা এস্থলে কি রূপে আপনি কোন বিপদ আশঙ্কা কর্‌ছেন?

রম্ভা। আমার হৃদয় যে কি রূপ ভাবে পরিণত হয়ে আক্রান্ত হচ্ছে, তা, আমি ব্যক্ত কর্‌তে পাচ্ছি না, কিন্তু এই মাত্র আমি জানি, যে, আমি এরূপ প্রকারে কখন চিন্তাযুক্তা হই নাই; অমর না হলে আমি মনে কর্‌তেম যে, আমার আসন্নকাল অতি নিকট, তন্নিমিত্ত আমার মন এত দুর চিন্তা-যুক্ত হচ্ছে, কিন্তু সে ভাবনা আমাদের নাই।

চারু। দেবি! আপনি ক্ষণকাল এই উপবনের শোভা দর্শন করে হৃদয়ের ভাব লাঘব করুন, আমি ত্বরায় যক্ষ কুমা-রকে আপনার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়ে, তাঁকে সহকারে আনয়ন করি।

রম্ভা। চারু! শিঘ্র প্রত্যাগমন করো, আমার মনের চঞ্চলতা ক্রমে সাতিশয় বৃদ্ধি হচ্ছে, অধিক কাল আমি এস্থলে একাকিনী থাক্‌তে সমর্থ হবো না।

চারু। আমি শিগ্র আস্‌ছি, আপনি আনন্দচিত্তে উপ-বনে বিশ্রাম করুন। (প্রস্থান।

রম্ভা। [স্বগতঃ] হৃদয়! কখন তো তুমি এরূপ কুচিন্তা ভারাক্রান্ত হও নাই, কিন্তু আজ তুমি এরূপ ভাবে পরিণত হয়ে কেন আমার কষ্ট বৃদ্ধি কর্ছো? আমি কখন এমন কোন গর্হিত কার্য্য করি নাই, যে সে জন্য আমি কষ্ট পেতে পারি, তবে কেন তুমি এরূপ ভাবাপন্ন হলে? [একদিকে দৃষ্টি করিয়া] ওমা! ঐ যে কে আস্ছে না? তাইতো! লঙ্কেশ্বর নয়? ছি! ছি! ছি! কোথায় যাই, উনি যে আমার সম্পর্কে শ্বশুর হন; এখানে আমায় দেখ্লে কি বল্বেন, আর কোথায় যাব, এক পাশে চুপ করে দাঁড়াই, [অবগুণ্ঠনে দণ্ডায়মান।

(রাবণের প্রবেশ)।

রাবণ। আহা! কুসুমতরু সঙ্কীর্ণ উপবনে আজ কি মনোহরণীয় সৌরভ নির্গত হচ্ছে, বোধ হয় যেমন, সোহাগা স্পর্শে সুবর্ণ গলিত হয়, আজ এই উপবন সেই রূপ কোন দেবরমণীর অভিসারে আনন্দে বিকশিত হয়ে, আনন্দোৎসব প্রকাশের কারণ, পুষ্পরেণু পর্য্যন্ত অনিল সংযোগে পথিকের নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করে, অদ্ভুত আহ্লাদ উৎপাদন কর্ছে, [অন্যদিকে দেখিয়া] হা! এ কি! আমার কল্পনাই তো যথার্থ, অয়ি! ললনে! তুমি যেই হও, অবগুণ্ঠন, পরিত্যাগ করে লঙ্কেশের সহ প্রিয় সম্ভাষণ কর, নির্জন উপত্যকার মধ্যে তুমি কোথা হতে কি অভিপ্রায়ে এসেছ, এবং কোথায় গমন কর্ছো, সেই বিষয়টি জান্তে আমার সাতিশয় কৌতুহলশীখা উদ্দীপ্ত হয়েছে, মৌনব্রত উজ্জাপন করে এই কৃপাপাত্র দাসের সহ আলাপন কর। (রম্ভাবতীর পূর্ব্বমত

মৌনতা সন্দর্শনে) মরাল-কুল-গঞ্জিনি! যদিও তোমার মুখ-কমল সন্দর্শন এই হতভাগ্যের অদৃষ্টে ঘটে নাই, তথাচ আমি নিশ্চয় অনুভব কর্‌ছি যে, তোমার মুখের আবরণ উন্মুক্ত হলেই এই আন্ধারময় উপবন নির্ম্মল শশী-কিরণে সাতিশয় আলোকিত হবে, তুমি দেবী কি কিন্নরী কি অপ্‌সরা,তা আমি কিছু মাত্রই জ্ঞাত নই, অতএব আমার বোধ হয় যে, তোমার নির্ম্মল সুবদনের প্রতিভাতে ত্রিভুবন মোহিত হতে পারে, যাহোক অনুগ্রহ প্রকাশে অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ করে, আমার তৃষিত হৃদয়ের ক্ষোভ পূর্ণ কর, আমার অতুলৈশ্বর্য্য এমন কি জীবন পর্য্যন্ত তোমার প্রণয় বিনিময়ে বিসর্জ্জনে প্রস্তুত।

রম্ভা। (মৃদুঃস্বরে), আর্য্য! আমি কে আপনি জ্ঞাত নন, সেই জন্য আমায় ও রূপ সম্বোধন কর্‌ছেন, আমায় ও রূপ উক্তি করায় আপনার মহাপাপ সঞ্চার হচ্ছে, অতএব পথ পরিত্যাগ করুন আমি প্রস্থান করি।

রাবণ। সুচরিত্রে! দেবাসুর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর মধ্যে এমন রমণী কেহ নাই, যার সহ লঙ্কেশ্বরের কোন অন্যায় সম্পর্ক আছে, তোমার সহ আমার যে সম্বন্ধ তাতো আমি জ্ঞাত নই, এবং জান্‌তে ইচ্ছাও করি না, আমি এইমাত্র জানি যে, তুমি জনেক পরমাসুন্দরী মনোহারিণী কামিনী, যার সুবদনের ঈষৎ হাস্য সন্দর্শন কর্‌বার কারণ আমার মন প্রাণ সাতিশয় ব্যাকুল হয়েছে, অতএব ললনে! আর বৃথা কাল হরণ করে আমার কষ্ট বৃদ্ধি করোনা, আমি তোমার এক জন প্রধান কৃপাপাত্র দাস, অতএব চারুনেত্রে! আমার সহ আর ছলনা

না করে একবার অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ কর, আমি আর কিছু আর তোমার নিকট যাচিঞা কর্‌বো না, হরিণাক্ষি! আমার পরম শুভাদৃষ্ট, যে এমন স্থানে আজ তোমার সন্দর্শন প্রাপ্ত হয়েছি, এসো তুষ্টিভাব পরিত্যাগ করে, একবার হাস্যমুখ দর্শন করাও।

রম্ভা। আর্য্য! লঙ্কেশ! আপনি অজ্ঞানতা বশতঃ আমায় এত কথা বল্‌ছেন, কিন্তু আমার পরিচয় প্রাপ্ত হলে সাতিশয় লজ্জিত হবেন, যাহা হউক, আমি আর এ স্থানে অবস্থান কর্‌তে পারিনা, আমায় পরিসর প্রদান করুন্।

রাবণ। ললনে! বৃথা অকিঞ্চিৎকর ছলনা দ্বারা লঙ্কে-শকে প্রতারণা কর্‌তে পার্‌বেনা, তোমার অবগুণ্ঠন মধ্যে অবয়বের লাবণ্য দেখেই আমার মন মোহিত হয়েছিল, কিন্তু এক্ষণে তোমার কোকিল-গঞ্জিত-সুমধুর স্বরে আমি একে-বারে হত চৈতন্য হয়েছি। বরাননে! আর প্রতারণা বাক্যে আমায় অধৈর্য্য করো না, এসো প্রিয় সম্ভাষনে, আমার মন সন্তোষ কর।

রম্ভা। আর্য্য! রক্ষকুল প্রদীপ! আপনি যখন আমার কথায় কিছু স্থির অনুমানে অক্ষম হলেন, তখন আপনার নিকট আমার প্রকৃত পরিচয় দিতে হলো, (অবগুণ্ঠন উন্মোচনান্তে) আমার মুখশ্রী আপনার পরিচিত!

রাবণ। হা! একি! সুরেন্দ্র সমাজের প্রধানা রত্ন রম্ভা-বতী! বসুন্ধরার আজ কি শুভাদৃষ্ট, যে এমন কামিনী রত্ন তার মস্তকে পদ বিক্ষেপ করেছে? অপ্সরা! সুবর্ণ শিখর পরিত্যাগ করে অমরাপুরী অন্ধকার করে আজ ধরাতলে কি মানসে

অভিসার করেছ? আমার আজ পরম সৌভাগ্য, যে এমন রম্যস্থানে তোমার চিরবাঞ্ছিত নির্জন সন্দর্শন লাভ কর্‌লেম।

রম্ভা। আপনাকে জন সমাজে আমি সুদ্ধ লঙ্কেশ বলে নির্দ্দেশ করে থাকি, কিন্তু এক্ষণে আমার সহ আপনার স্বতন্ত্র সম্পর্ক। এক্ষণে যক্ষরাজ পুত্রকে আমি পতিত্বে বরণ করেছি।

রাবণ। হা! হা! হা! অতি কৌতুকজনক কথা, সে কি রূপ? সুরেন্দ্রের প্রধানা নর্ত্তকী কি এক্ষণে পুনর্ব্বার পুরস্ত্রী বলে পরিচিতা হবে নাকি? এ কথার রহস্য আমি ভেদ কর্‌তে সমর্থ হলেম না।

রম্ভা। রক্ষপতি! স্বর্গ অপ্‌সরাগণের কৌলিক বিধান মতে, আজ আমি যখন যক্ষপুরে অভিসার করেছি, তখন আজ আমি নলকুবেরের ধর্ম্মপত্নির ন্যায়ই পরিগণিতা হবো, কারণ আমরা স্বেচ্ছাচারিণী, সেই জন্য আপনাকে আমি আর্য্য বলে সম্বোধন করেছি, কারণ আমার আজ আপনি শ্বশুর হলেন।

রাবণ। কি বল্লে অপ্‌সরা! তুমি যক্ষরাজপুরে অভিসার কর্‌ছো বলে, আমি সেই জন্য তোমার শ্বশুর হলেম? আহা হা! অতি প্রশংসনিয় সম্পর্ক! স্বর্গীয় প্রধানা নর্ত্তকী লঙ্কেশ্বরের ভ্রাতুষ্পুত্র বধু! অপ্‌সরা! এরূপ সম্বন্ধ কয় দণ্ড স্থায়ী?

রম্ভা। আর্য্য লঙ্কেশ! আপনার কথার স্বরে আমার অনুভব হচ্ছে যে, আপনি আমার সহ পরিহাস কর্‌ছেন, কিন্তু সেটা অতি নিন্দনীয়, আপনি জগতের এক জন প্রধান

প্রাজ্জ্বপতি, আপনি জেনে শুনে আমার সহ ওরূপ ব্যাঙ্গোক্তি প্রয়োগে যত্নবান হন, তা হলে আপনাকে জগত সংসারের মধ্যে সকলের নিকটই নিন্দাভাজন হতে হবে, আর আপনার রাজ ধর্ম্মেরও তাহাতে অনেক অনিষ্ঠ হবার সম্ভাবনা।

রাবণ। সুরবালে! ত্রিভুবন বিজেতা দশাস্য তোমার অবজ্ঞার উপযুক্ত পাত্র নয়, যে তুমি তাকে হিতাহিত শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হচ্ছো, রাজধর্ম্ম, রাজ্যশাসন, প্রজাপালন রাবণ যেরূপ জ্ঞাত, সেরূপ বোধ হয় ত্রিভুবনে কেহই নাই, তা সে যাহাই হোক, ললনে! এসো বিমান যানারোহণ করে আমার পুরে অদ্য রাত্রেই চল।

রম্ভা। লঙ্কেশ! স্বর্ণলঙ্কা দেব, ঋষি, মুনি, যক্ষপ্রভৃতি চরাচর বাসী সকলেরই বাঞ্ছিত স্থান, কিন্তু আমার এক্ষণে তত্র স্থানে যাবার কোন কারণ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, আপনি আর আমার সময় বিনষ্ট কর্‌বেন না, অপসৃত হউন, আমি নির্নীত স্থানে গমন করি, আমার অনর্থক বিলম্বে যক্ষরাজ-কুমার অনেক অমঙ্গল চিন্তা কর্‌ছেন।

রাবণ। রম্ভাবতি! তোমার সহ আমার যে কথা আছে, স্থির কর্ণে মনযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। দেবরাজ, তোমার নৃত্য দেখ্‌বার জন্যে বহুবিধ সুর নরামর সভায় নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু আমি দুইটী বার মাত্র তাঁর অনুরোধ রক্ষা করি, সেই দুই বারের মধ্যে তোমার নৃত্য ও সুস্বর মিলিত গীত শ্রবণে, আমি কৃতার্থ হই।

রম্ভা। প্রতাপশালী রক্ষপতি! যে আমার সঙ্গীত শ্রবণে মোহিত হন, এ আমার পক্ষে পরম শ্লাঘার বিষয়, কারণ আমি

শ্রুত আছি যে, লঙ্কাপতি সঙ্গীতশাস্ত্রে পরমপণ্ডিত, অতএব আপনার প্রসংশা ভাজন হওয়া সামান্য ভাগ্যের কথা নহে।

রাবণ। আহা! স্বর্গ নৃত্যকারী অতি সরলা ও নম্রবতী যাহাই হোক, অপ্সরা! চল আমার সহ সোণার লঙ্কায় চল।

রম্ভা। আর্য্য! ও সকল কথা আমায় আর না বলে, আমায় পরিহার দিন।

রাবণ। সুরললনে! তুমি কিছু আমার ভ্রাতষ্পুত্রের ধর্ম্মপত্নি নও যে, আমার সহ তোমার কোন গুরুভাব সম্পর্ক হতে পারে, তুমি স্বর্গ অপ্সরা, স্বেচ্ছাচারিণী, স্বেচ্ছাক্রমে আজ নিশাকালে যক্ষপুরে অভিসার করেছ, আমার একটী অনুরোধ আছে, আজ যক্ষরাজ কুমারের মনস্তুষ্টি স্থগিত রেখে আমার সহ সমস্ত আকাশ পাতাল পরিভ্রমণ করে আস্‌বে চল।

রম্ভা। রক্ষপতি! আপনার ও রূপ অন্যায় বাঞ্ছা পরিপুরণ কর্‌তে রম্ভাবতী কখন সক্ষমা নয়, আমার আশায় যক্ষকুমার বহুক্ষণ প্রতিক্ষা কর্‌ছেন, আমি আর বিলম্ব কর্‌তে পরিনা।

[গমনোদ্যতা]

রাবণ। অপ্‌সরা! সুরেন্দ্রের প্রধানা নর্ত্তকী বলে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা তোমার পক্ষে সাতিশয় অসম্‌সাহসিক কর্ম্ম, যদি আপনার কুশল প্রার্থনা কর তো, আমার অনুরোধ প্রতিপালন কর, নতুবা,—

রম্ভা। আমি এক্ষণে আপনার আজ্ঞা কোন ক্রমেই পালন কর্‌তে পার্‌বো না, তাতে আপনার যা অভিরুচি হয় করুন।

রাবণ। হা! অপ্সরা! আমি পূর্ব্বাপর জ্ঞাত আছি যে, তুমি আমায় অবজ্ঞা কর, কিন্তু আমি বিবেচনা কর্তেম, যে, অবলা স্ত্রীলোকের এমন সাধ্য নাই, যে, আমার অনুজ্ঞা আমার সন্মুখে প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ প্রকাশ কর্বে,—

রম্ভা। রক্ষপতি! জ্ঞানী লোকে অবিহিত প্রস্তাব কর্লে, সে বাতুল বলে জন সমাজে পরিগণিত হয়, আপনি এতাদৃশ বহুদর্শী সম্রাট হয়ে যে, কি রূপে আমার প্রতি এ রূপ আচরণে প্রবৃত্ত হচ্ছেন এ আমার বুদ্ধির অগম্য।

রাবণ। [সক্রোধে] কি পাপীয়সি! তোর এতদূর স্পর্দ্ধা, যে ত্রিদশাধিপবিজয়ী লঙ্কেশ্বরকে বাতুল বলে নির্দ্দেশ কর্লি? তোর এমন কথা মুখে আনতে হৃদ্‌কম্প হলো না? তুই সুরেন্দ্রের একটা নটী বলে এত দর্প, যে আমায় অবজ্ঞা করিস্? যার জন্য তোর এত গর্ব্ব সে আমার দাস, ব্রহ্মার অনুনয়ে তার কারামুক্তি অনুজ্ঞা করেছি, দুশ্চরিত্রে! অবলা রমণী বলে তোর এত কথা আমি সহ্য করেছি, কিন্তু তুই যখন আমায় অমোন কঠোরুক্তি কর্লি, তখন দেখি আমার ভীষণ কবল হতে, তোকে কে পরিত্রাণ করে,—সৈরীন্দ্রি! তুই যদি সহজে আমার কথা শ্রবণ কর্তিস্, তা হলে তোরে যে কত দূর সুখ সম্পদের অধিকারিণী করতেম, তা তোর স্বপ্নেরও অগোচর, শতসহস্র রক্ষবালা তোর সেবায় নিয়োজিত করে দিতেম,—

রম্ভা। লঙ্কেশ! আপনি বীরপুরুষ হয়ে নিঃসহায়া অবলার প্রতি এরূপ কাপুরুষের ন্যায় উক্তি কচ্ছেন, এ বড় পৌরষের বিষয়, এর জন্য আপনি চরাচরে সাতিশয় প্রসংশিত্ হবেন!

রাবণ। রাবণ সহজে কার প্রতি অত্যাচারে ব্রতী হয় না, এখন যদি কুশল প্রার্থনা করিস্ তা হলে আমার সহকারে লঙ্কায় চল্।

রত্না। দুরাচার! নরকি! কাপুরুষ! আমার অমরত্ব মোচন করে, যদি আমার বক্ষস্থলে শানীত ছুরিকা দ্বারাও বিদীর্ণ করিস্, তত্রাচ আমি তোর পিশাচের অনুমতি পালন কর্‌বো না, রক্ষ-কুল-কলঙ্কি! তুই আমাকে কি শঙ্কা প্রদর্শন করাস্? আমি কি তোর মুঢ়ত্ব সন্দর্শনে ভীতা বা শঙ্কুচিত্তা হই? কখনই না, পথ পরিত্যাগ কর, নতুবা এই মুহূর্ত্ত অতিত না হতে, আর্ত্তনাদে সমস্ত যক্ষসেনা একত্রিত করে তোরে বিধিমতে শাস্তি প্রদান কর্‌বো।

রাবণ। কি বল্লি পিশাচি? আর্ত্তনাদে সমস্ত যক্ষসেনা একত্রিত করে আমায় শাস্তি প্রদান কর্‌বি? তুই অবলা হয়ে তোরএত দর্প? সে যাহোক, তোর মনের কথা বলে তোর হৃদয়ের ভার লাঘব কল্লি, কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করে কর্ণ পরিতৃপ্ত করা,—বারযোষিৎ! তোর মনে যা আসে তাই কর, কিন্তু আমি এই দণ্ডে তোরে লঙ্কার ভুগর্ভস্থিত কারাগারে চিরকাল বন্দি করে রাখবার কারন তোর কেশে ধরে নিয়ে যাব, দেখি তোকে কে রক্ষা করে, আর তোর অসামান্য লাবন্য যদি ক্লেদময় ভুনিম্ন গৃহে রেখে কুদৃশ্য না করি তা হলে যেন আমার পৃথিবীর সমস্ত আশা একেবারে নৈরাশ সমুদ্রে নিমগ্ন হয়, চণ্ডালিনি! এখনো তোর মুখের বিকৃত মাশ্চর্য্য ভাবের পরিবর্ত্তন হলো না?

(হস্তধারণে অগ্রসর হওন)

রম্ভা। [পশ্চাতে আসিয়া] রাক্ষসাধম! বিজন উপত্যকা মধ্যে, অবলাবালার প্রতি অত্যাচারে ব্রতী হতে তোর মনে একবারও কি একটা প্রতিবন্ধকতা উদ্দিপ্ত হলোনা? তোর হৃদয় ক্ষেত্র কি মরুভুমির ন্যায় এত দূর নিরস যে, তাতে একটিমাত্র সদ্‌বিবেচনার অঙ্কুর পর্য্যন্ত উত্থিত হয় নাই? তোর মনোভাব কি এতাদৃশ নীচ যে, আমার প্রতি অন্যায়াচরণে অবলীলাক্রমে প্রবৃত্ত হচ্ছিস্? হায়! কি বল্‌বো আমি বিজন বনমধ্যে একখানা অস্ত্র পেলেম না, তা হলে আমি অবলা হয়েও তোর মস্তক ছেদন করে ক্রোধের শান্তি কর্‌তেম, ও রূপ কাপুরুষের সহ সম্মুখ সংগ্রামে স্ত্রীজাতি পর্য্যন্ত ভীতা বা সঙ্কুচিতা হয় না, তুই কোন মুখে যে, সপ্তস্বর্গ মর্ত্য পাতাল বিজয়ি বলে জনসমাজে পরিচয় দিস্, সেটি আমার বোধগম্য নয়! সুদ্ধ প্রজাপতির বরে তোর এই ক্ষমতা হয়েছে নতুবা তুই পশুপক্ষি অপেক্ষা নীচ ও নিকৃষ্ট প্রাণি!

রাবণ। দুঃশীলা! দুশ্চরিত্রা কুলটা! তোর এই এক কথার জন্য এক, যুগ শাস্তি পেতে হবে, [বেগে কেশ ধারন করিয়া] এই বার তোর বহুবিধ পতিদের স্মরণ কর, দেখি এমন সঙ্কটের সময় কে তোর মুক্তি সাধন করে, সমস্ত চরাচর একত্রিত হলেও আজ তোর আমার হস্তে অব্যাহতি নাই।

রম্ভা। রক্ষপিশাচ! আমার কেশ পরিত্যাগকর, সুরেন্দ্রমোহনীয় কবরী তোর, সদৃশ নিকৃষ্ট প্রাণীর স্পর্শ যোগ্য নহে, পাপীষ্ঠ! এই দেখ্ তোর কি দুর্দ্দশা হয়,

[উচ্চৈশ্বরে] অহো, যক্ষরাজ সেনাগণ! এই রাক্ষসের হস্ত হতে এই নিঃসহায়া কামিনীকে পরিত্রাণ কর, দুরাত্মা! অত যোরে আকর্ষণ করিস্নে।

রাবণ। (স্বগতঃ) এ স্থানে থাকা আরযুক্তিসিদ্ধ নয়, বিশেষতঃ যখন নলের নিকট অভিসারের কথা আমায় ব্যক্ত করেছে, (প্রকাশ্যে) আয় পাপীয়সি! তোর আজ আমি কি শাস্তি করি তা খেচর ভুচর সকলে দেখুক।

[কেশাকর্ষণ করিতে২ প্রস্থান]

রম্ভা। [নেপথ্যে] অবলাষন্ত্রক! আমায় পরিহার কর, আমার কেশ গুচ্ছ ছিন্ন হয়েছে, পাতকি! রাক্ষসাধম!—দুর—হ—অ।

পটক্ষেপণ।

তৃতীয়া অঙ্ক।

দৃশ্য—কৈলাশ পর্ব্বত।

যক্ষরাজ গৃহ,—কুমার নল আসীন।

নল। [স্বগতঃ] সোম,—১—মঙ্গল—২—বুধ—৩—বৃহস্পতি—৪—শুক্র,—হা! আমার মনোহরা অপ্সরা প্রধানা রম্ভাবতীর আজ আসবার দিন না? তবে আমি এখনও এখানে বসে কি কর্ছি, তার অভ্যর্থনার জন্য তো কিছুই প্রস্তুত করিনে, তার জন্যই বা চিন্তা কি? সরলে তো আমার উপর কিছুতেই বিরক্ত হন না, যত কথা বলি, কিছুতেই রাগ নাই, সকল বিষয়েই হাস্যমুখ, সুরগণের নৈরাশ সাধন করেও আ-

মার মন রক্ষার্থে এসে থাকেন, কোন প্রতিবন্ধকতাই গ্রাহ্য করেন না, আমার সহ যে কি শুভক্ষণে সন্দর্শন হয়েছিল, যে আমার উপর তার এতাদৃশ প্রেম, স্নেহ, মমতা, আমার নিকট আসবার কালিন সুরেন্দ্র বাদী হলেও তাঁকে অবজ্ঞা কর্‌তে পারেন, বিহারোপবন এখনো সুসজ্জিত হয় নাই, মালাকারকে এখনো কুসুম হার প্রস্তুতে অনুজ্ঞা করা হয় নাই, খাদ্য দ্রব্য যেন মুহূর্ত্তকাল মধ্যে প্রস্তুত হবে, সোমরস যথেষ্ট সেখানে আছে, (ক্ষণকাল নিস্তব্ধে থাকিয়া) কিন্নর কুমার বন্ধুবর অজিৎ আজ কএক দিনাবধি আমাকে প্রেয়সীর সহ দেখা করাবার জন্য অনুরোধ কর্‌ছে, তারে আজ না দেখ্‌লেই নয়, যা হোক, আজ সুহৃদের আশা পরিতৃপ্ত কর্‌তে হবে।

(অজিতের প্রবেশ।

এই যে, মেঘ না চাইতেই জল! মাইরি ভাই! এই মুহূর্ত্ত মাত্র তোমার কথা ভাবছিলাম।

অজি। কেন আমি এমন কি প্রশংসনীয় কার্য্য করেছি যে, তোমার মনে অহর্নিশা জাগরিত আছি?

নল। ভাই! সেই যে কএক দিবসাবধি তুমি আমার অপ্‌সরা প্রধানার সন্দর্শন লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলে?

অজি। আহা সখে! অতি উত্তম কথা মনে করেচ, আমার ভাগ্যে কি সে শুভদিন প্রভাত হবে, কবে কি উপায়ে তাঁর সহ আমার সাক্ষাৎ করাবে বল দেখি? আমার ঐ চিন্তাতে সমস্ত পদার্থ তিক্ত বোধ হচ্ছে, আমার শয়নে স্বপনে ভোজনে সুদ্ধ কবে তাঁর সহ সাক্ষাৎ হবে, এই আমার ভাবনা।

নল। মাইরি সখে! তোমার ও রূপ কাতরতা দেখে আমার ঈর্ষা হচ্ছে, কি জন্য তুমি আমার হৃদয়তোষিণীর সন্দর্শন লাভেচ্ছা কর, আমার অগ্রে বল্‌তে হবে।

অজি। সখে! আমার মনের মধ্যে কোন দুরভিসন্ধি নাই, আমার তাঁর সহ দেখাকরায় একটা বিশেষ কারণ আছে।

নল। অজি! আমার নিকট তোমার মনোভাব গোপন রাখা উচিত নয়, তবে ভাই! আমায় অবিশ্বাসী পাত্র বলে সন্দেহ কর, তা হলে আমি আর এ বিষয় জান্‌বার জন্য,—

অজি। বন্ধো! ক্ষমা কর, আমার সে অভিপ্রায় নয়, পাছে আমার কথা শুনে তুমি আমায় বাতুল বলে পরিহাস কর, সেই জন্য আমার সে কথা তোমার নিকট প্রকাশ কর্‌তে সাহস হয় না।

নল। এমন কি কখন হতে পারে? তোমার কথায় আমি পরিহাস কর্‌বো এ কি রূপে জান্‌লে?

অজি। ভাই! আমার অপ্‌সরা প্রধানার সহ দেখা করার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁর নিকট আমার একটি আবেদন আছে।

নল। ও পাগল! তা সে কথা কি আমার কাছে ব্যক্ত কর্‌লে ভুলে যাবে?

অজি। ভাই! যখন তুমি এত কর্‌ছো, তখন আমার গুপ্ত রাখা অনুচিত, কিন্তু ভাই! যোড়হস্তে অনুনয় কর্‌ছি, আমি যা বল্‌বো শুনে যেন হেসে উড়িয়ে দিও না। ভস্মাবৃত তুষানলের ন্যায় একটি বিষয় আমার হৃদয়কে ক্রমেং দগ্ধ কর্‌ছে, অনুপায়ের কারণ-এবং পাছে অন্যে পরিহাস করে, এই আশঙ্কায় আমি মনের কথা কারেও বলি নাই; কিন্তু

আমি অনেক প্রকার চিন্তা করে দেখ্‌লাম যে, তোমার সহ-য়তা ব্যতিত আমি সে চিরবাঞ্ছিত রত্ন লব্ধ হতে সক্ষম হবো না।

নল। ভাই! যে পদার্থ লাভ করা আমার সাহায্যদ্বারা হতে পারে, তাতে আর তোমার এত চিন্তা কেন? প্রকাশ মাত্রেই তো সাধিত হবে, যা হোক বল, তোমার কি অভিলাষ।

অর্জ্জ। ভাই! তবে তোমায় অনেক দিনের একটি ঘটনা বলি শোন। হেমসরোবর প্রতিষ্ঠা কালিন নন্দনকাননে যে মহাসামারহ হয়, মনে পড়েছে? সেই উৎসবকালে আমরা সকলে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে সুরপুরে গমন করি, আহারের পর, উত্তমা স্বর্গ নর্ত্তকীগণের মধ্যে রত্নাবতীকেও দেখি। বহুক্ষণ এক স্থানে অবস্থান করে, শরীর মহাশ্রান্ত বোধ হওয়াতো সভা পরিত্যাগ করে লতাকুঞ্জের মধ্যে, নির্ম্মল বায়ু সেবনের কারণ প্রবেশ কর্‌লেম, এমন সময় পশ্চাৎ ভাগে দৃষ্টি করে দেখি না একটী পরম রূপবতী শোড়ষী ললনা আমার দিকে একদৃষ্টে লক্ষ্য করে আছে, তার সেই সুবিমল মুখচন্দ্রিমা সন্দর্শন মাত্রেই আমার সমস্ত দেহ যেন অপূর্ব্ব আনন্দ উৎসাহে কম্পান্বিত হয়ে উঠ্‌লো, আমি ক্রমে২ সেই সুলোচনার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করে এলেম, যুবতী হটাৎ ঈশৎ লজ্জায় পরিণতা হয়ে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রৈলো আমি বল্‌তে পারি না আমার মনের কিরূপ অবস্থা, হিতাহিত জ্ঞান শূন্য অপরিচিতা কুলবালার অবলীলক্রমে হস্ত ধারণ পুর্ব্বক যে কত কথা বলেছি তা মনে নাই। যুবতীও যে আমায় কি উত্তর দিয়েছে

তাও জানিনা, সুদ্ধ এই মাত্র আমার স্মরণ হয়, সে নিজ মুখে ব্যক্ত করেছে যে "আমি অনুঢ়া,, আমাদের কথা পরিশেষ না হতেই কতিপয় সুরকামিণী সহকারে রম্ভাবতী ঐ লতাকুঞ্জে প্রবেশ কর্লেন, যুবতী "ঠাকুরাণী আস্ছে,, বলে ভীতা হলো,আমি "শীঘ্র দেখা হবে ভয় নাই,,এই মাত্র বলে, কুঞ্জ বহির্ভাগে এলেম, কিন্তু সেই পর্য্যন্ত সেই সুচরিত্রার সহ আমার আর সন্দর্শন হয় নাই, বিবেচনা করি সরলে আমায় প্রতারক বলে, হয়তো হৃদয় মন্দির হতে বিসর্জ্জন দিয়েছেন, সেই বিষয়টি জ্ঞাত হবার জন্য আমি অপ্সরা প্রধানার সহ সন্দর্শন ইচ্ছা করি, আমার আর কেউ নাই, সুদ্ধ তোমার ভরসাই আমার অবলম্বন মাত্র, অতএব সখে! যাতে আমার সেই মনোহারিণীর সহ মিলন হয় এইটি কর।

নল। তা একথা এতদিন আমার নিকট ব্যাক্ত কর নাই কেন, প্রেয়সীর তো আমি জানি দুইটী মাত্র প্রিয় সঙ্গিনী আছে, তা আচ্ছা, তুমি এক কায কর, আজই তোমার তাঁর সহ সন্দর্শন করাব আর যাতে সে বিষয় সঙ্ঘটন হয় সে ভার আমার, তুমি একবার ত্বরায় গিয়ে দাসগণকে বিহার ভবন সুসজ্জিত করে আলোকিত করতে বলগে, আর মালাকারকে একশত ছড়া কুসুম হার আর অন্যান্য পুষ্পচয়ন করে বিহার ভবনে রাখতে বলগে, এখন হতে চার দণ্ড পরে আমার সহ বিহার ভবনে সাক্ষাৎ করো, তা হলে তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হবে।

অজি। আচ্ছা ভাই, আমি চল্লেম, এইটি কর্লেই যথার্থ বন্ধুর উপকার করা হবে। প্রস্থান।

নল। [স্বগতঃ] সুরবালার আস্‌বার দিন বলে আমার মন যে আজ কতদূর আনন্দ প্রফুল্ল হচ্ছে, তা বলা যায় না, পিপাসী চাতক যেমন সতৃষ্ণ নয়নে জলদের জল আসা করে, প্রেয়সীর আসা আমারও তদনুরূপ হচ্ছে, কতক্ষণে যে তাঁর সুকমল মুখকান্তি দৃষ্টি করে জীবন সার্থক কর্‌বো, কতক্ষণে যে তার সুমধুর বচনরসাস্বাদ করে শ্রবণ যুগল সার্থক কর্‌বো, কতক্ষণে যে তাঁর কমনিয় কলেবর আলিঙ্গন করে বাহু যুগল সার্থক কর্‌বো এই চিন্তাতেই আমার আর সমস্ত বিরক্ত জনক অনুভুত হচ্ছে।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ। তাল কাওয়ালী।

হেরিতে অধৈর্য্য, মন নয়ন তাহায়।
ক্ষণে২ নিমিলিত, পুন তাই চায়॥
কিক্ষণে সে চন্দ্রানন, করিয়াছি দরশন,
ব্যাকুলিত মন প্রাণ, সদা তার ভাবনায়॥
তার আসা আশাকরি, এ দেহে পরাণ ধরি,
সে আমারে পরিহরি, রহিল কোথায়।
এখন সে প্রাণধন, নাহি দিল দরশন,
বুঝি পেয়ে অন্য জন, ভুলিল আমায়॥

(অবগুণ্ঠনাবৃত চারুকেশার প্রবেশ)

অয়ি অবগুণ্ঠনাবতি! তুমি কে ও কি অভিপ্রায়ে আমার নিকট এই নিশাকালে এসেছ ত্বরায় ব্যাক্ত কর, আমায় অনতিবিলম্বেই অন্যত্রে গমন কর্‌তে হবে।

চারু। আপনি কোথা যাবেন?

নল। ললনে! সে কথা তোমার কি আবশ্যক, আমি কোন প্রিয় ব্যক্তির সন্দর্শনে যাত্রা কর্‌বো।

চারু। আচ্ছা, তবে আমি অপসৃতা হই।

নল। সেকি? তুমি কে কি অভিপ্রায়ে আমার নিকট এলে তার কিছু মাত্র কথা না বলে নিষ্ক্রান্তা হতে চাও এ কিরূপ?

চারু। আপনি যখন প্রিয় সন্দর্শনে গমন কর্‌বেন, তখন আপনার অপ্রিয় ব্যক্তিকে সমাচার দিইগে, যে আপনি ব্যতিত যক্ষ রাজকুমারের আরও প্রিয় ব্যক্তি আছে।

নল। ললনে! তোমার কণ্ঠস্বরে বোধ হচ্ছে, তুমি কোন পরিচিতা রমণী, কিন্তু তোমার কথার দ্বারা রহস্য ভেদ কর্‌তে পার্‌ছি না।

চারু। এর পর আর কিছু কাল অতিত হলে, দেখ্‌লেও চিন্তে পার্‌বেন না।

নল। সরলে! তুমি কে ব্যক্ত করে আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর, তোমার ওরূপ কথায় শুদ্ধ আমায় কষ্ট দেওয়া হচ্ছে।

চারু। অপ্রিয় ব্যক্তির প্রেরিত জনের কথায় কি যক্ষ রাজকুমার কষ্ট পান? (অবগুণ্ঠন ত্যাগে) মহাশয়! এখন আমায় চিন্তে পারেন কি?

নল। হাঃ! চারুকেশা! এসো মা এসো, এত ছলও জানিস, আহা! আশার কি মোহিনীয় শক্তি! আমি এই মুহূর্ত্ত সুরবালার কথা আন্দোলন কর্‌ছিলেম, তাঁর আগমন

প্রতীক্ষা করে বিহার ভবন সুসজ্জিত কর্‌তে ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আয়োজন কর্‌তে এই মাত্র অনুজ্ঞা করেছি, আর দেখ আমার এমনি অদৃষ্টের ঘোর, যে আমার চিন্তা পরিশেষ হবার পূর্ব্বেই তোমরা এসেছ। প্রিয়তমে কোথায়?

চারু। তিনি যেখানেই থাকুন্ না কেন, আপনি তো কোথায় প্রিয় সন্দর্শনে যাচ্ছেন, তখন আপনার আর তাঁর সঙ্গে কি আবশ্যক?

নল। চারু! তোমার ঠাকুরাণীর কথা উল্লেখ করেই বল্লেম, যে প্রিয় সম্ভাষণে যাচ্ছি, তা এতে তুমি বিপরিতার্থ সংযোগ কর্‌ছো কেন? বল আমার মাথা খাও, প্রেয়সী কোথা?

চারু। দেব! তাঁকে আমি শিলাঞ্চলসন্নিদ্ধ উপত্যকাস্থ উপবনে পরিত্যাগ করে এসেছি।

নল। রক্ষকবর্গ জ্ঞাত আছে যে তিনি উপবনে উপস্থিত হয়েছেন? কারণ তা না হলে কি করে তারা তাঁর সম্ভাষণ কর্‌বে?

চারু। আমরা যখন প্রথমে উপবনে উপস্থিত হলেম, তখন দেখি যে উপবনের অনেক স্থানে শোণিতাক্ত ছিন্ন বস্ত্র খণ্ড পরিত্যক্ত রয়েছে, অবশেষে আর এক স্থানে এসে দেখ্‌লেম যে, মৃত্তিকা পর্য্যন্ত যেন জনপদভরে দলিত হয়েছে, আরো অন্য স্থানের লতা গুচ্ছ সমস্ত রক্তময়, সে চিহ্ন সকল দেখ্‌লেই বোধ হয় যে সে স্থানে দুই ব্যক্তি যুদ্ধ করে থাক্‌বে।

নল। (অন্যদিকে) আমার উপবন মধ্যে কে কাহার সহ যুদ্ধ কর্‌বে এতো আমার অনুভূত হয় না, অন্য কেহ যে

আমার অধিকার মধ্যে প্রবেশ কর্‌বে এমন বোধ হয় না, তবে কিরূপ হলো? (প্রকাশ্যে) চারু! তার পর?

চারু। তার পর ঠাকুরাণী আমায় বল্‌তে লাগ্‌লেন যে "চারুকেশা! আমার আজ দক্ষিণাঙ্গ থেকে২ স্পন্দন কর্‌ছে- আমার আজ গৃহ পরিত্যাগ করে আসা ভাল হয়নি, আমার বোধ হচ্ছে যেন আজ কোন বিপদ ঘট্‌বার সম্ভাবনা,, আমি তাঁর কথা শুনে অনেক প্রকার প্রবোধ দিয়ে আপনার নিকট এলেম তিনি আমায় ত্বরায় প্রত্যাগমন কর্‌তে অনুজ্ঞা করেছেন, অতএব আমি আর বিলম্ব কর্‌তে পারি না।

নল। আমার অধিকারে যখন তিনি এসেছেন তখন আর তাঁর শঙ্কা কি? চারুকেশা! তুই ত্বরায় গিয়ে প্রেয়-সীকে নিয়ে এসো, আমি পরিচ্ছদাদি পরিবর্ত্তন করে, বিহার ভবনে গমন কর্‌ছি।

চারু। যে আজ্ঞা আপনার অনুজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য আমি শীঘ্র ঠাকুরাণীকে আনয়ন করিগে আপনি অন্য সমস্ত কার্য্য সমাপন করে আসুন।

(প্রস্থান।

নল। [স্বগত] চারুর কথাটা শুনে আমার মন এমন হলো কেন? প্রেয়সীর কি কোন অমঙ্গল ঘটনা হয়েছে? তা কখনই হতে পারে না, আমার অধিকারের মধ্যে কে এমন অসমসাহসীক কার্য্যে প্রবৃত্ত হবে? যাই, কথাটা শুনে কেমন এক প্রকার হৃদয়ে অদ্ভুত চঞ্চলতা বৃদ্ধি হলো।

(প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

কৈলাশ পর্ব্বতের অন্যদিক।

নিবীড় বন,—চারুকেশার প্রবেশ।

চারু। ওমা! এ আমি কোথায় এলেম? আমায় কি দিশে লিগেছে নাকি? কোথায় সে উপবন, কোথায় বা যক্ষ রাজপুত্রের বিহার ভবন, তার যে আর কোন চিহ্ন দেখতে পাই না!

[নেপথ্যে ভীষণ শব্দ।]

ঐ! এইবারে আমায় বাঘে খেলে দেখ্‌ছি, হা মাত! এত দিনে বুঝি তোমার প্রিয় চারু বন জন্তু হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ কর্‌লে, হা ঠাকুরাণি! তোমায় যেমন বিজন উপত্যকা মধ্যে একাকিনী রেখে এসেছিলেম তেমনি আমায় জন্মের মত দেখে যাও, আমার আসন্নকাল নিকট, দ্বাদশ বর্ষ আমার প্রতিপালন করেছেন, কিন্তু দুঃখ রইলো যে আপনার কোন প্রত্যুপকার কর্‌তে পেলেম না, আরো সঙ্কীর্ণ স্থানে পরিত্যাগ করে এলেম, মনে কর্‌বেন না যে গন্ধর্ব্ব কুমারী কৃতঘ্ন, আমার কোন দোষ নাই সমস্ত বিধাতার লিখন, তানা হলে পথভ্রমে আমি নির্জ্জন বনস্থলিতে এসে উপস্থিত হবো কেন? হা প্রভু বিপদভঞ্জন! আমায় এই মহা বিপদ হতে উদ্ধার করুন, আমি নিঃসহায়া পুরস্ত্রী অবলা, যদি কোন পাপ করে থাকি আমায় স্বগুনে ক্ষমা করুন। রে হৃদয়! আসন্নকালে কেন প্রাণেশ্বরের রূপ মনে কর্‌ছো, কি আবশ্যক? তিনি

যদি তোমার হতেন, তা হলে কি এতাবৎকাল আর তোমার কোন সন্ধান নিতেন, না? তিনি কি তোমায় মনে রেখেছেন? শত২ সুন্দরী পেয়ে কোন দিন তোমায় ভুলে গেছেন, কৃপা প্রার্থী দাসী বলে স্মরণ থাক্‌লে কখনই তোমার প্রতি এরূপ নির্দয় আচরণ করে নারী বধ কর্‌তেন না। তিনি যে আমায় বিস্মৃত, হয়েছেন তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু এই মরণকালে যদ্যপি একবার তাঁর দেখা পেতেম তাহ্‌লেও আমি কতকটা সুখিনী হতেম।

রাগিণী ভৈরবী। তাল আড়খেমটা।

এ সময়, রসময়, দেখা দাও অবলায়,
জনমের মতন তব প্রেমাধিনী হয় বিদায়।
সখা হে দারুণ কাল, নাহি মানে কালাকাল,
তোমার বিচ্ছেদ কাল, দুইকালে প্রাণ যায়,
মম মৃত্যুকাল আজ, সুনিকট রসরাজ,
কর এক প্রিয় কায, জন্ম দুঃখিনীর,
মোহন বেসে গুণরাশি, মুখে মৃদু২ হাসি,
সম্মুখে দাঁড়াও আসি, (বারেক) মনের কথা
কই তোমায়॥

[প্রস্থান।

[বৃক্ষোপরে] ;—আঁমার গাঁছের তঁলায় ক্রঁন্দন কঁরে কেঁরে!

চারু। ওমা ও আবার কি?

[বৃক্ষোপরে] ;—ভঁয় নেঁই ! আমি তোমার কোন হানি কর্‌বোনা, তুমি কেন কাঁদ্‌ছো আমায় বলো।

চারু। রাম২ হে প্রভু রামচন্দ্র ! আমায় রক্ষা করুন।

[বৃক্ষোপরে] আঁ, কি বিঁপদ ;

চারু। আমার তো প্রাণ গিয়েইছে, দেখি উপদেবতা কি বলে, হাঁগা কে তুমি আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলে ?

ওমা ! একি ! কোথায় গেল ? আর একবার বলি দেখি, কে আমায় অতো কথা বল্‌ছিলে ?

[নেপথ্যে] ;—তুঁমি আর ওঁ নাম করোনা, তা হলে আমি আর যাবোনা।

চারু। আচ্ছা আপনি আসুন।

(একটি ভীষণাকার মূর্ত্তির প্রবেশ)

মূর্ত্তি। তুমি একাকিনী এই বনের মধ্যে কাঁদছো কেন ?

চারু। [হস্তদ্বারা চক্ষু ঢাকিয়া] ওগো ! আমি তোমার দিকে চাইতে পারিনে, আমায় বড় ভয় করে।

মূর্ত্তি। (পশ্চাতে গিয়া) ভয় নাই, চোক খোলো আমি তোমার ভাল বই মন্দ কর্‌বো না।

চারু। আপনি কে ?

মূর্ত্তি। সে অনেক দুঃখের কথা, তোমার সঙ্গে যদি আর কখন দেখা হয় তা হলে বল্‌বো এখন তুমি কাঁদছিলে কেন বল।

চারু। আমি পথভ্রমে এই বনে এসে পড়েছি, শীলাস্থলস্থ উপবন যাবার উপায় বলে দেন, তা হলে আপনার নিকট আমি বড় বাধিত হই।

মুর্ত্তি। যক্ষ রাজার উপবনে যাবে, আচ্ছা সে অধিক দূর নয়, চল আমি তোমায় পথ দেখিয়ে দিতেছি, [ক্ষন-বিলম্বে] না, আমাকেও যেতে হবে না, কিন্নর জাতীয় একটি যুবা ঐ পথে যাচ্ছে, তুমি ত্বরায় ওকে জিজ্ঞাসা কর, তা হলে জান্‌তে পার্‌বে, আমি চল্লেম।

[বৃক্ষভঞ্জন শব্দ ও মূর্ত্তির প্রস্থান।]

চারু। [উচ্চৈঃস্বরে] ; ওগো! কে নিকটে আছ আমায় রক্ষা কর, আমি বড় বিপদে পড়েছি, [মুচ্ছা ও পতন]।

[বেগে অজিতের প্রবেশ]

অজি। স্ত্রীকণ্ঠনিসৃতঃ কাতরোক্তি যেন আমার কর্ণ-গোচর হলে না? এমন নির্জ্জন বনস্থলিতেই বা কোথা হতে কামিনী আসবে? তবে কি আমার ভ্রম হলো? আমি স্পষ্ট শুন্‌লেম ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক আক্রান্তা হলে কুরঙ্গিনী যেমন রবে আর্ত্তনাদ করে এও সেইরূপ, কিন্তু কারেও তো দেখ্‌তে পেলেম না।

[অগ্রসর হইয়া]

একি! কে যেন ধরাতলে পতিত রয়েছে না? হাঃ! যেন স্ত্রীলোক বলে বোধ হচ্ছে (নিরীক্ষণ করিয়া) একি? আমার সেই মনোহারিণী অপ্সরাসঙ্গিনী না? ইনি এ স্থলে কিরূপে এলেন? অগ্রে ওঁর চৈতন্য সম্পাদন করি তৎপরে সকল বিবরণ জান্‌তে পার্‌বো। [একটী পত্র ললাটে সংলগ্ন করিয়া দেওন]।

চারু। [মুচ্ছাপনোদনে] ;—উঃ! আমি এ স্থলে কিরূপে এলেম?

অজি। স্খলনে! ভয় নাই, গাত্রোত্থান কর।

চারু। ও কি! ও স্বর যেন আমার পরিচিত না?

অজি। সরলে! এ হতভাগ্যের কণ্ঠস্বর তোমার পরিচিত বটে, কিন্তু ;—

চারু। [উপবেশনান্তে] ;—মহাশয়! আমি এখানে কিরূপে এলেম, আপনই বা এ স্থলে কেন?

অজি। আমি এই বন বহির্ভাগ দিয়ে গমন কচ্ছিলেম, সহসা তোমার আর্ত্তনাদ শ্রবণ করে ভিতরে এলেম, অগ্রে কিছু মাত্র দৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু তৎপরে দেখি যে তুমি ধরাতলে শায়ীতা আছ,—তোমার সহ যে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হবে, এ দুরাশা কখনই মনে হয় নাই কিন্তু বিধাতা আমার প্রতি অতিশয় সুপ্রসন্ন তাই সেই দুরাশাতরু আজ আমার সুফল প্রসব করলে, এখন আশ্বাদন তদনুরূপ হলেই আমার জীবনের সমস্ত প্রিয় আশা সফলিত হয়, অধিক আর কি বল্‌বো, হৃদয় রঞ্জিনি! আমায় কর কমল প্রদানে কৃতার্থ কর।

চারু। কিন্নরকুমার! আপনি আমার কারণ যে, এক্ষণে কেন এত অধৈর্য্যতা প্রকাশ কর্‌ছেন তা বল্‌তে পারি না, "ভয় নাই, শীঘ্র দেখা হবে" এই মাত্র বলে, যে সেই নন্দনকানন হতে অলক্ষিত ভাবে এসেছেন সেই পর্য্যন্ত আপনার সেই শীঘ্র আর পরিশেষ হলোনা, এবং বোধ হয় বন মধ্যে আমার আর্ত্তনাদ না শ্রবণ কর্‌লে জন্মেও আপনার সহিত সাক্ষাৎ হতো না, যাহা হউক তোমাতে যে এত প্রতারনা আছে, আমি কদাচ অনুভূত করি নাই।

অজি। সরলে! আমার এইরূপ আচরণে যে তোমার নিকট আমি নিন্দনীয় হবো, তা আমি উত্তম রূপে জানি, কিন্তু তত্রাচ আমার মনভাব জ্ঞাত হলে আর আমায় ও কথা বল্‌বে না।

চারু। আহা! অতি প্রসংশনীয় কল্পনা! সে কিরূপ? অনুগ্রহ পূর্ব্বক ব্যাক্ত করুন।

অজি। আমি যখন জানুলেম, যে তুমি অপ্সরা প্রধানার জনেক প্রিয়পাত্রী, তখন তার অগোচরে তোমার সহ দেখা করা আমার অনুচিত, সেই জন্য তাঁর সম্মতি গ্রহণাভিপ্রায়ে আমি যক্ষ-রাজ-কুমারকে কতবার অনুরোধ কর্‌ছি যে তিনি আমায় একবার অপ্সরার সহ পরিচয় করিয়ে দেন, তিনি আমায় আশ্বাস দিলেন, কিন্তু সে সুযোগ আর আমার অদৃষ্টে আজ পর্য্যন্ত ঘটে নাই। আজ তিনি প্রকৃত রূপে প্রতিশ্রুত হয়েছেন যে তাঁর সহ দেখা করাবেন, সেই জন্য আমাকে বিহার ভবনে প্রেরণ করেছেন।

চারু। প্রাণেশ! আপনি যখন এমন কথা বল্লেন তখন তাতে আমার আর কোন প্রতিবন্ধকতা নাই, চলুন আমিও আপনার সহকারে গমন করি।

অজি। আহা! আজ আমার যে কি শুভ দিন প্রভাতা হয়েছে তা বল্‌তে পারি না, তা না হলে এমন স্থানে যে তোমার সহ সন্দর্শন হবে, এ আমি স্বপ্নেও প্রত্যয় করি নাই সরলে! এসো আমার কর ধারণ কর।

চারু। [হস্তে হস্ত দিয়া] ;—তবে আসুন।

অজি। প্রেয়সি! এই কর প্রদানে আমার হলে, এটি যেন স্মরণ থাকে।

চারু। আপনার যে রূপ অভিরুচি, এর জন্য অভিলাষ থাকে, দিলাম।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

দৃশ্য।—শীলাঞ্চল।

উপবনস্থ বিহারভবন,—কুমার নল ও জনৈক রক্ষক আসীন।

নল। তোমাদের সহ তাঁর দেখা হয় নি? কি আশ্চর্য্য! এমন তো কখন হতে পারে না, আমি কৈলাশ হতে শুনেছি যে তিনি শীলাঞ্চল উপবনে অবরোহন করেছেন, তার পর এখানে এসে তাঁর কোন অনুসন্ধান প্রাপ্ত হলেম না! আর আমি যে তাঁর সঙ্গিনীকে প্রেরণ করলেম, সেই কুমারী বা কোথা গেল? আমি তো মহাভাবনায় পড়লেম, তুমি এক কায কর, মধুদৈত্যকে শীঘ্র এই স্থানে একবার আস্‌তে বল, দেখি সে যদি কোন সন্ধান জানে।

রক্ষ। প্রভু! একটি বিষয় আপনাকে আমায় বল্‌তে সাহস হচ্ছে না, পাছে আপনি আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হন, কিম্বা আমাদের ভীরু বা কাপুরুষ বলে পরিগণিত করেন।

নল। রক্ষক! আমি তোমায় অভয় প্রদান কর্‌লেম, তোমার কি কথা আছে প্রকাশ কর, বিশেষতঃ আমার সময় অতি অল্প, অপ্সরার জন্য আমার মন সাতিশয় চিন্তাভারাক্রান্ত হয়েছে।

রক্ষ। দেব! আমরা তিন চার জন একত্র বসে আছি, এমন সময় যেন এক প্রকার কাতরধ্বনি আমাদের কর্ণ গোচর হলো, প্রবল বায়ু বহনের জন্য বোধ হলো যেন সে শব্দটা অনেক দূর হতে আস্‌ছে; পুনর্ব্বার শীঘ্র আমাদের উপবনের মধ্যে ঐ শব্দ প্রতিধ্বনিও হলো।

নল। কি রূপ কথা কেউ বুঝ্‌তে পেরেছিলে?

রক্ষ। কিছু মাত্র না, সুদ্ধ "হা যক্ষ"—এই মাত্র, তার পর আমরা সকলে শব্দানুধাবন করে সেই দিকে গেলেম; উপবনের চারিদিকে আমরা সকলে অন্বেষণ কর্‌লেম, কোন দিকে কাহাকেও দেখ্‌তে পেলেম না।

নল। সে স্বর কি স্ত্রীলোকের?

রক্ষ। বোধ হয়, তাহাই হতে পারে।

নল। তবে তোরা এখনো কি করে নিশ্চিন্ত আছিস্? চারুকেশার মুখে শুন্‌লেম, যে তিনি এখানে এসেছেন, তার পর স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ চারুকেশা, নিউর্দ্দেশ অপ্সরা অন্তঃর্ধ্যান! এর কারণ? আর কাল বিলম্বে আবশ্যক কি? শীঘ্র মধুদৈত্যকে এই স্থানে আস্‌তে বল্‌গে, দেখি যদি এ রহস্য সে ভেদ কর্‌তে পারে।

রক্ষ। যে আজ্ঞা, দেব! আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য, আমি ত্বরায় রক্ষক প্রধানকে প্রেরণ করে দিতেছি। [প্রস্থান।

নল। কি আশ্চর্য্য! আমার উপবনে এসে প্রিয়া কোথায় গেল? চারুকে আগে পাঠিয়ে দিলেম চারু ও আসেনি, অজিৎও অনুপস্থিত, আজকের রকম কি? চারিদিকে নানা প্রকার অদ্ভুত অচিন্তনীয় ভাবনা।

[মধুদৈত্যের প্রবেশ]

হা দৈত্যশ্রেষ্ঠ! তোমায় আমি কি জন্য প্রহরী প্রধানের কার্য্যে নিযুক্ত করেছি?

মধু। কেন, দেব! এ দাস কি আপনার কাছে কোন কালে কোন রূপে অপরাধী হয়েছে?

নল। আমার বিহারোপবনের মধ্যে কোথায় যে কি হয়, কে আসে কে যায় এর কিছু মাত্র সন্ধান রাখ না?

মধু। দেব! আপনি আমার প্রতি এমন অনুচিত কথা বল্‌বেন না, আমি আজ আপনার জন্য যে অসম্‌ সাহসীক কার্য্য করেছি, তা অন্যের নিকট ব্যক্ত কর্‌লে আমার বাতুল বলে পরিগণিত কর্‌বে।

নল। আমি এই মুহূর্ত্ত মাত্র শুন্‌লেম, যে উদ্যানের মধ্যে একটী স্ত্রীকণ্ঠ নিসৃতঃ কাতরধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়, শ্রুত মাত্র রক্ষকবর্গ শব্দানুধাবন করে চারিদিক অন্বেষণ করে, যদিও দুর্ভাগ্য ক্রমে কাহাকেও দেখ্‌তে পায় না, কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! এ বিষয়ের কিছু মাত্র তুমি জ্ঞাত নও, যদিও তুমি প্রধান প্রহরী এবং এই মুহূর্ত্ত মাত্র ব্যক্ত কর্‌লে যে, তোমার প্রতি কেহ অমনোযোগিতার দোষারোপ কর্‌তে সক্ষম হয়।

মধু। দেব! যদ্যপি অনুগ্রহ পূর্ব্বক দাসের কথায়

ক্ষণকালের জন্য কর্ণপাত করেন, তা হলে আপনি সমস্তই জানতে পারবেন।

নল। আচ্ছা তোমায় অনুমতি দিলাম, কি বিষয় ব্যক্ত কর্বে কর।

মধু। আমি প্রত্যহ সায়ংকালে যেমন উপবনের চারি-দিক একবার তত্ত্বাবধারণ করে থাকি, অদ্য সেই অভিপ্রায়ে দক্ষিণ ধার দিয়ে আস্‌ছি,এমন সময় দেখিতে উত্তম, পরিচ্ছদাদি পরিধান করে, একজন নর উপবনের মধ্যে পদসঞ্চালন করে ব্যাড়াচ্ছে দেখ্‌লেম আমি জিজ্ঞাসা করাতে বল্লে, যে "আমি পথিক,,কিন্তু তাহার পরিষ্কার বস্ত্র ও পাদুকা দেখে কখনই পথ-ভ্রান্ত পান্থ বলে বোধ হলো না, আর আমাদের এ প্রদেশে নর দর্শন অতি দুর্লভ,,সেই জন্য তাকে আমি পুনর্ব্বার বিবিধ বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে, দেখি না সে ছদ্মবেশে লঙ্কেশ্বর! তখন পর-স্পরের অনেক বাদানুবাদ হয়ে গেছে, অপর উপায় নাই,কারণ রক্ষ পিশাচ আপনাদের নাম উল্লেখ করে অনেক কটু কথা বলেছিল, সেই জন্য আমিও জীবনের আশা পরিত্যাগ করে ত্রিভুবনবিজয়ী রাবণের সহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেম, কিন্তু রক্ষাধম ন্যায় যুদ্ধ পরিত্যাগ করে, মায়া প্রকাশে আমায় বন্দি করে উপবনের এক প্রান্তঃভাগে রেখে চলে গেলো, আমি অনেক প্রকার চেষ্টা পেয়ে সেই মায়াপাশ ছিন্ন করে এই দিকে আস্‌ছি, এমন সময় আপনার আজ্ঞা পথি মধ্যে রক্ষক মুখে শুন্‌লেম, তা দেব! লঙ্কেশ্বর যে ছদ্মবেশে কি অভিপ্রায়ে এখানে এসেছিল, তা আমি কোন ক্রমেই অনুভব কর্‌তে পারি না।

নল। [সক্রোধে]; কি রক্ষপিশাচ আমার উপবনে এসে, আমার দাসগণের উপর অত্যাচারে ব্রতী হয়? আচ্ছা এই বিষয় কাল প্রাতেই পিতার নিকট প্রকাশ কর্‌বো দেখি তিনি কি বলেন। আচ্ছা দৈত্যবর! তুমি বন্ধনাবস্থায় যখন ছিলে তখন কি তোমার কর্ণ কুহরে কোন প্রকার কাতরতা সূচক শব্দ প্রবেশ করে নাই?

মধু। আজ্ঞা না, আমার মন দশাস্যের পাশ হতে উন্মুক্ত হবার জন্যে এমনি চিন্তাযুক্ত ছিল, যে আমার আর অন্য কোন শব্দ শ্রুতি গোচর হয় নাই।

নল। দেখ, অপ্সরা প্রধানা আমার এই উপবনে এসে ছিলেন তার পর আমি এ স্থলে উপস্থিত হয়ে অবধি তার কোন অনুসন্ধান কর্‌তে পারি নাই, তিনি যে কোথায় গেলেন, এ সন্ধান কেহই জানে না;—

মধু। দেব! দুরাত্মা রাক্ষস রাজ যখন আজ আমাদের উপবনে এসে আমা কর্ত্তৃক অপমানীত হয়েছে, তখন সে যে আমাদের কোন অনিষ্ঠ সাধন না করে যাবে, এ বোধ হয় না।

নল। কিন্তু সে পামর যদি অপ্সরা প্রধানার প্রতি কোন অত্যাচার করে থাকে, তা হলে এর যে কিরূপ প্রতি শোধ দেব, তা বল্‌তে পারি না, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেও যদি সে গুপ্ত ভাবে অবস্থান করে, তত্রাচ জনসমাজে তার এইরূপ আচরণ ব্যক্ত করে, তাকে সকলের নিকট ঘৃনীত কর্‌বো।

মধু। দেব! অগ্রে চলুন সকল স্থান অন্বেষণ করে দেখিগে, যদি আপনাকে প্রতারণা কর্‌বার জন্যই তিনি কোন স্থানে আত্মগোপন করে থাকেন।

নল। তা কখনই হতে পারে না, তাঁর যে রূপ স্বভাব তা আমি উত্তম রূপে জানি, তিনি আমাকে কখন ওরূপ বৃথা চিন্তায় নিমগ্ন করে কষ্ট প্রদান কর্‌বেন না, অবশ্য তাঁর কোন অমঙ্গল ঘটনা হয়ে থাক্‌বে, তা না হলে, তিনি কোন্‌ কালে আমার নিকট এসে উপস্থিত হতেন ;—

[জনৈক রক্ষকের প্রবেশ]

মধু। কি সংবাদ ?

রক্ষ। (নলের প্রতি) ;—আমাদের সঙ্গী মুখে দেব! যে উপবনে ক্ষণপূর্ব্বে স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ হয়েছিল, সেই শুন্‌লেম বিষয়ের সন্ধান জানতে আপনি সবিশেষ ইচ্ছুক, শ্রুতমাত্র উপবনের চারিদিকে কোন চিহ্ন প্রাপ্তির জন্য, বহুক্ষণ ভ্রমণ কর্‌তে লাগ্‌লেম, কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না, অবশেষ কোথাও বা ছিন্ন তরুশাখা, কোথাও বা এক গুচ্ছ কেশ আর এই একখানা অলঙ্কার ও এই ছিন্নবস্ত্র খণ্ড প্রাপ্ত দেখুন, এই দুইটা পদার্থ দৃষ্টি করে, যদ্যপি আপনি রহস্য ভেদ কর্‌তে পারেন।

[প্রদান]

নল। [একমনে দৃষ্টি করিয়া] ;—এই অলঙ্কার নিশ্চই আমার প্রেয়সীর, তার কোন ভুল নাই, এ বস্ত্র ত স্ত্রীলোকের পরিধেয়ছিন্ন তবে এ কিরূপ ? কেহ কি প্রেয়সীরে বল পূর্ব্বক কোথাও হরন করে নিয়ে গেল ? হা! লঙ্কেশ্বর ছদ্মবেশ ধারণে আমার উপবনে অবস্থান ? সেই রাক্ষসা-ধমের মনে কি কোন দুরভিসন্ধি ছিল ? তাই জন্যে সে আমার উপবনে এসেছিল, কিন্তু অপ্সরার আমার নিকটে

আগমন সে কিরূপে জানবে? আশ্চর্য্য কি! সে পামরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নাই, কিন্তু সে যদি অপ্সরাকে হরণকরে থাকে, তা হলে তাঁর কি দুর্গতি না কর্‌বো? হায়! না জানি প্রিয়ে কত প্রকার বৃথা বিলাপে সুবদন সিক্ত কর্‌ছে, উঃ! এ যাতনা আর সহ্যনীয় নহে। কি করি? কেমন করে। বা জানি, কারেই বা জিজ্ঞাসা করি? সেই জন্য প্রেয়সী অনুপস্থিত বটে? কিন্তু অজিৎ চারু এরা কোথা, এদের ও কি সে হরণ করেছে?

মধু। দেব! আপনি কি চিন্তা কর্‌ছেন?

নল। আমার মাথা আর মুণ্ড, এখানে কোন জোতিষ বেৰ্ত্তা আছে।

মধু। হাঁ আমাদের উপবনের পূর্ব্বভাগে এক কিন্নর জাতির জোতীষবেত্তা আছে, আবশ্যক হয় তো তারে আহ্বান করি।

নল। না, তাতে অনেক বিলম্ব হবে, আমার মন সাতিশয় চঞ্চল হয়েছে, চল আমি নিজে তার নিকট যাব, উঃ এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না, রাবণ! তুই যদি এমন কর্ম্ম করে থাকিস্, তা হলে তোর;—দৈত্যগণ! শীঘ্র চল, আমার আর বিলম্ব সহ্য হয় না।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

দৃশ্য,—সমুদ্রতীর।

চারুকেশা ও অজিৎ।

চারু। প্রাণেশ্বর! আজ সেই শুক্রবার, অষ্টাহ, সে জোতিষবেত্তা না ঠাকুরাণীর প্রত্যাগমন কাল অদ্য নির্দ্ধারিত করেছিলেন?

অজি। হাঁ প্রিয়ে, আজই সেই অপ্সরা প্রধানা লঙ্কেশ্বরের ভীষণ কবল হোতে উদ্ধৃতা হয়ে এই স্থানে আস্‌বেন, আহা! তার ঈদৃশ দুর্দ্দশার কারণ কুবের কুমার যে কত দুর দুঃখিত আছেন, তা বলা যায় না, আহার নিদ্রা তো একেবারে পরিত্যাগ করেছেন, সুদ্ধ তার বিষয় চিন্তায় স্থানে২ ছায়ার ন্যায় পরিভ্রমণ করে ব্যাড়াচ্ছেন; কাহার সহ বাক্যালাপ করেন না, পাঁচজন এক স্থানে একত্রিত দেখ্‌লে সে স্থানে জান না, সুদ্ধ কতক্ষণে যে সুরবালা প্রত্যাগমন কর্‌বেন তাই পলক মুহূর্ত্ত গননা কর্‌ছেন, আমি অদ্য প্রাতে গিয়ে বল্লেম যে, "সখে! আজ যে অপ্সরা প্রধানার প্রত্যাগমনের নিদ্ধৃত কাল" তা এসো, সকলে একত্রিত হয়ে সমুদ্র তীরে গমন করি। তাতে তিনি উত্তর কল্লেন, কি "অজিৎ! শোক ভারাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে নির্জ্জন স্থানই সাতিশয় বাঞ্ছনীয় তা অদ্য যে প্রেয়সীর আস্‌বার দিন তা আমি জানি, কিন্তু সে স্থানে একাকি গমন কর্‌তে ইচ্ছা করি, তোমার যাবার ইচ্ছা থাকে চারুকেশার সহ যাও, আমার তাতে সম্পূর্ণ সম্মতি

আছে, তার পর প্রেয়সীর আগমন হলে একত্রে মিলিত হবো, এর অগ্রে নয়,, এই মাত্র বলে একদিকে চলে গেলেন।

চারু। দেবীর বিরহে তিনি যে অতদূর কাতর হবেন, এ বড় আশ্চর্য্য নয়, কারণ ওঁর উপরে তাঁর সাতিশয় প্রীতি তা তিনি জ্ঞাত আছেন, তিনি যখন একদিন সুরসভা পরিত্যাগ করে যক্ষপুরে আসবার জন্য স্বর্গ হতে অবরোহন করেন, এমন সময়ে একজন দেবরাজপারিষদ এসে বল্লে "অপ্সরা! শচীপতি নন্দন কাননে আজ তোমার সন্দর্শন আমি প্রার্থনা করেছেন" তিনি শ্রুতমাত্র উত্তর কল্লেন "আমি সাতিশয় সুদুঃখিতা হলেম, যে আজ আমি দেবরাজের অনুজ্ঞা প্রতিপালনে অক্ষম, আমার নিশাকালে অন্যত্রে যাবার কারণ প্রতিশ্রুত আছি,, এই বলে বিমান পথে অবরোহণ করলেন।

অজি। এতাদৃশ প্রিয়জনের জন্য যে তিনি অতদুর মনোকষ্ট ভোগ করবেন এ বড় বিচিত্র নয়, যাহা হউক, প্রেয়সি! আমি যে তোমার সহ মিলন লাভ করেছি, এই মাত্র আমার আহ্লাদের বিষয়, কিন্তু এক্ষণে তোমার ঠাকুরাণী প্রত্যাগমন করলেই সকলেই সুখ লাভ করি।

চারু। ভবিষ্যতে যা ঘটবে তা আমাদের বোধগম্য নয়, নাথ! একটি প্রকাণ্ড মুর্ত্তি আমাদের এই দিকে আসছে না?

অজি। হাঁ! কিন্তু ওরে যে আমার পরিচিত বলে বোধ হচ্ছে,! কুমার নলের প্রধান প্রহরী মধুদৈত্য! মধু-দৈত্য যথার্থ বীরপুরুষ, সে দিনে ত্রিভুবনবিজেতা রাবণের সহ সম্মুখ সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হয় নাই। ওকে এর কারণ যথেষ্ট প্রসংশা করা উচিত।

চারু। নাথ! সে যাহোক, সে রাত্রি ঠাকুরাণী যখন আপনার অমঙ্গল ঘটনা সুচনা করেছিলেন তখন তাঁকে একাকিনী রেখে আমার যাওয়া ভাল হয় নাই, আমি না গেলে তো আর দুরাত্মা তাঁরে হরণ কর্‌তে পার্‌তো না।

অজি। অতিত বিষয়ের আলোচনা করে আর কষ্ট পাবার আবশ্যক নাই, এক্ষণে মধুদৈত্য কি অভিপ্রায়ে এখানে আস্‌ছে জানি, তার পর প্রয়োজনমত কার্য্য করা যাবে।

চারু। এই যে দৈত্য প্রধান এসেছেন।

[মধু দৈত্যের প্রবেশ]

মধু। কিন্নররাজকুমার! অভিবাদন করি,—হা গন্ধর্ব্ব-কুমারি! আপনারা আমার তো অগ্রে এসেছেন?

অজি। দৈত্যপতি! তুমি এখানে কেন?

মধু। আমার এখানে আস্‌বার অনেক কারণ। প্রথমতঃ আমার মূঢ়তার কারণ অপ্সরাপ্রধানা অপহৃতা হয়েছেন, দ্বিতীয়তঃ যখন রক্ষাধম মায়াযুদ্ধে পরাজয় করেছে পুনর্ব্বার যদি আজ তাঁর সহ এই জলধীরে সাক্ষাৎ লাভ করি, তা হলে সমস্ত পুর্ব্বকৃত অসদ্ব্যবহারের পরিশোধ লব মধুদৈত্যের নিকট আজ আর রাক্ষসমায়া খাটিবে না, সে বিষয়ের কারণ আজ সাবধান হয়ে এসেছি।

অজি। আচ্ছা দৈত্যসেষ্ট! তুমি কি সাহসে রাবণের সহ যুদ্ধ কর্‌তে গেছ্‌লে? তুমি তো তার সহ কথনই যুদ্ধে সমকক্ষ নও।

মধু। কিন্তু কুমার! আমি স্বীকার করি যে, দশানন

একজন প্রকৃত প্রবীন যোদ্ধা, কিন্তু তত্রাচ সে যখন বহুবিধ পাপাচারে কলুষিত হয়েছে, তখন তার সে বল আর কখনই শরীরে নাই, তা যাই হোক; আমি একজন সামান্য দৈত্য, কিন্তু তত্রাচ আমি দশাননের সহ সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হতে ভীত বা সঙ্কুচিত নই।

চারু। দৈত্যরাজ! তুমি যে একাকী এলে, দেব যক্ষ-কুমার কোথা?

মধু। গন্ধর্ব্বকুমারি! আমি শীলাঞ্চল উপবনের মধ্যে রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেম যে "দেব! আপনি সিন্ধু-তীরে যাবেন না"? তিনি অধোমুখে "তুমি অগ্রবর্ত্তী হও, আমি পশ্চাতে যাব,, এই মাত্র বলে কঠিন রূপে "আমার করধারণ করে পূর্ব্বভাবে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। আমি আর কোন কথা না জিজ্ঞাসা করে অমনি চলে এলেম।

অজি। চারু! এসো, আমরা ঐ পর্ব্বত শীখরে আরোহণ করে সূর্য্যাস্তের অতি রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিগে।

চারু। আপনার যে রূপ অভিরুচি। দৈত্যরাজ! তুমি ক্ষণকাল একাকী থাক, আমরা ত্বরায় আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

মধু। [স্বগতঃ];—রাক্ষসাধম দশানন! তোর সঙ্গে কি আমার কখন এ জীবন ধারণ মধ্যে সন্দর্শন হবে না? যে রূপেই হোক, তোর মায়াপাশে বন্ধনের পরিশোধ লব, তাতে আমার জীবন যায় তাও স্বীকার।

[নলের প্রবেশ]

হাঃ! এই যে দেব এসেছেন।

নল। দৈত্যরাজ! জলধির অপর দিকে বিমান পথে কাহাকেও বা কোন পদার্থ দৃষ্টি হচ্ছে?

মধু। আজ্ঞা না, এক্ষণে কিছু মাত্র দেখ্‌তে পাই নাই।

নল। [দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগান্তর] ;—আচ্ছা! আমাদের আর কোন আত্মীয়বর্গকে দেখেছ?

মধু। অপ্সরা প্রধানার প্রিয়সঙ্গিনী, গন্ধর্ব্বকুমারী চারুকেশার সহ কিন্নর রাজকুমার অজিৎকে দেখেছি।

নল। তাঁরা কোথায় গেলেন?

মধু। তাঁরা উভয়ে এই মাত্র ঐ পর্ব্বত শিখর হতে সূর্য্যাস্তের শোভা সন্দর্শন কর্‌তে গেলেন।

নল। আচ্ছা! ভাবনা শূন্য ব্যক্তিদের পক্ষে ও সকল সম্ভব বটে।

মধু। দেব! যদ্যপি অনুমতি করেন, তা হলে আমার একটি আবেদন আছে প্রকাশ করি।

নল। কি কথা আছে বল, অনুমতি দিলাম।

মধু। দেব! যে কয়েক দিনাবধি আপনি অপ্সরার অপহরণ বার্ত্তা শ্রবণ করেছেন, সেই দিন পর্য্যন্ত সর্ব্বদা আপনাকে বিষন্ন ও চিন্তাযুক্ত দেখ্‌ছি, এর কোন বিশেষ কারণ তো আমার অনুভূত হয় না?

নল। দৈত্যবর! অবলার প্রেমে আবদ্ধ হওয়া কিরূপ অবস্থা তা জ্ঞাত হও নাই, সেই জন্য বিরহীর প্রিয়জন বিরহে কিরূপ অবস্থা তা সহজেই বুঝ্‌তে পার না, বাল্যবস্থায় সমর ক্ষেত্রে, পরাজিত বা বিজিত দুর্গে জীবনাতিত করেছ। একদিনের জন্যও পুর্ব্বে, কামিনী কোমল কণ্ঠ নিসৃতঃ সুমধুর

কথা শ্রবণ কর নাই, তোমার মন এখনো অপরিষ্কৃত প্রস্তর-স্তম্ভের ন্যায়, রমণী হস্তে কোমলতায় পরিণত হয় নাই। সেই জন্য তুমি আমাকে ওরূপ পরিহাসাস্পদ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে।

মধু। আপনি যে আমায় কি বল্লেন তার একটি বর্ণের ও ভাবার্থ গ্রহণ কর্ত্তে পাল্লেম না, আমি সুদ্ধ এই জানি অপ্সরা হরণে আপনার যদি কোন অপকার হয়ে থাকে তা হলে এই দণ্ডেই রাবণের সহ যুদ্ধ করুন, এতদ্ব্যতিত ওরূপে আপনার মনকে বৃথা কষ্ট দেওয়ার আবশ্যক কি? আপনার ওরূপ অবস্থা আমার হলো সমুদ্র সন্তরণ দিয়ে লঙ্কায় গিয়ে সেই রক্ষকুল কলঙ্ককে সম্মুখে সংগ্রামে আহ্বান কর্‌তেম।

নল। আমার যদি সে স্থলে গমন কর্‌বার ক্ষমতা থাক্‌তো তা হলে, কি আর আমি এই অবস্থায় কাল হরণ কর্‌তেম? কখনই না, যাহা হউক, দৈত্য প্রধান! দেখ দেখি আমাদের পশ্চাৎ ভাগে কে একটি রমণী আস্‌ছে না।

মধু। আজ্ঞা হাঁ, কিন্তু এ কামিণী যে কে, তার আমি কিছু স্থির কর্‌তে পারি না।

[মসৃন্নুরার প্রবেশ]

মস্। (নলের প্রতি);—দেব! প্রণাম হই।

নল। হাঃ মসৃন্নুরা! তুমি এখানে কিরূপে এলে?

মস্। দেব! আজ অষ্টাহকাল দেবী আপনার নিকট আস্‌বার জন্য, চারুকেশাকে সঙ্গে করে সুবর্ণশীখর পরিত্যাগ করে এসেছেন, একদিন দুদিন ক্রমে যতকাল অতিত হতে লাগ্‌লো ততোই তার সঙ্গে আমার ভাবনা বৃদ্ধি হতে লাগ্‌লো,

অবশেষে যখন দেখ্‌লেম, যে সপ্তাহ হলো তত্রাচ তাঁদের কাহার দেখা নাই, তখন তত্ত্বানুসন্ধান কর্‌বার কারণ আমি এ স্থলে এলেম, আপনার সন্দর্শন লাভ করে কতকটা সুস্থ হয়েছি, কিন্তু ঠাকুরাণী কোথায় শীঘ্র বলুন।

নল। মস্‌সুর! যক্ষরাজকুমার আজ তোমার নিকট সাতিশয় লজ্জিত হলো। তুমি যেমন কয়েক দিবস সাতিশয় কুচিন্তা পরতন্ত্রা হয়ে কালাতিত করেছ, আমার ও সেইরূপ অবস্থা। গত শুক্রবারে প্রেয়সীর অভিসারের স্থিরিকৃত কাল ছিল, শীলাঞ্চল উপবনে প্রেয়সীকে রেখে চারুকেশা আমার নিকট উপস্থিত হয়, আমি ত্বরায় যাচ্ছি বলে চারুকেশাকে পুনঃ প্রেরণ করি,তার পর শীলাঞ্চলে এসে দেখি, যে অপ্সরার কেহ কোন চিহ্নও দেখে নাই, চারুকেশাও আসেনি! তার পর রক্ষক প্রধানের মুখে শুন্‌লেম, যে ছদ্মবেশে লঙ্কাধিপতি রাবণ আমার উপবনে এসেছিল, মধুদৈত্য তাকে নিষ্ক্রান্ত অনুজ্ঞা করায় তাকে মায়াযুদ্ধে বন্দি করে রাখে। আমরা এই সকল বিষয় আলোচনা কর্‌ছি, এমন সময় একজন রক্ষক একখানা অলঙ্কার ও এক খণ্ড ছিন্ন বস্ত্র নিয়ে এলো, বস্ত্র দৃষ্টিমাত্রে আমি জান্‌লেম যে সেই পরিধেয় অপ্সরার তারপরে একজন কিন্নর জাতীয় জ্যোতীষবেত্তার নিকট জান্‌লেম যে অপ্সরা রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হয়ে লঙ্কায় আছে।

মস্‌। দেব! তা এমন হৃদয় বিদারক কথা শ্রবণ করে আপনি কি কল্লেন? তবে কি আর ঠাকুরাণীর লঙ্কেশ্বরের হস্ত হতে উদ্ধার হবে না।

নল। আজ প্রেয়সীর এই স্থানে আস্বার নির্দ্ধার্য্য আছে, সেই জন্য আমরা সকলে এখানে উপস্থিত আছি।

মস্। চারুকেশা কোথা গেল ?

নল। চারুকেশা কিন্নর কুমার অজিতের সহ মিলিতা হয়ে যথেষ্ট সুখিনী হয়েছে, এই মাত্র অজিতের সহ পর্ব্বত-শিখরে সূর্য্যাস্তের শোভা সন্দর্শন কর্‌তে গিয়েছে তারাও এলো বলে।

মধু। দেব! দেখুন দেখি ঐ বিমান মার্গে কে যেন আস্‌ছে না ?

[বেগে চারুকেশা ও অজিতের প্রবেশ]

চারু। দেব! ঐ আমাদের ঠাকুরাণী আস্‌ছে দেখুন, উনি আমাদের সকলকে চিন্তে পেরেছেন।

মস্। ওলো চারু! এই কয়েক দিনের মধ্যেই আমাকে ভুলে গেলি নাকি ?

চারু। ওমা! তুই আবার কখন এলি! আঃ আমার মুখে আগুন, আমি কি তোকে দেখ্‌তে পেয়েছি ?

মস্। তা আর পাবি কেন্ না, এখন যে দেখ্‌বার লোক পেয়েছিস্।

অজি। কেন ভাই, তার জন্যে কি তোমার ঈর্ষা হয়েছে, নাকি ? না হয় আমি তোমারই হবো।

মস্। মাইরি! তা ভাল, বেশ অমায়ীক লোক।

[রম্ভাবতীর প্রবেশ]

চারু ও মস্। দেবি! আপনি আমাদের কেমন করে পরিত্যাগ করে গেছ্‌লেম, আমরা আপনার বিরহে যে কি

কষ্ট পেয়েছি, তা অন্তর্যামী ভগবানই জানেন, ঠাকুরাণি! আপনি কোথায় ছিলেন?

নল। (অগ্রসর হইয়া হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) প্রিয়ে! আমি আর তোমায় কি বল্‌বো? আমরা;—

রম্ভা। নাথ! জগতে যারা আমার স্নেহাস্পদ তারা সকলেই এখানে একত্রিত আছে। আমার আর এ অমরত্বয় আবশ্যক নাই, আমি এই জলধিজলে প্রবেশ করে এ অপমানের শান্তি করি, লঙ্কেশ্বর কর্ত্তৃক অপহৃতা হয়ে যে কি কষ্ট পেয়েছি তা এ জীবনে বিস্মৃতা হবো না।

নল। কি! সে দুরাত্মা তোমায় অপহরণ করে এত দূর কষ্ট দিয়েছে, আচ্ছা সময়ান্তরে সাক্ষাৎ হয় তো এর পরিশোধ লব, কিন্তু এক্ষণে খেচর ভুচর দেবঋষি মুনি দশদিকপালগণ সমক্ষে রাক্ষসাধমকে এই অভিসম্পাত দিলেম, যে সে যদি কখন পুনর্ব্বার এইরূপ পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তা হলে সেই দণ্ডেই তার মৃত্যু হবে, কখন এর অন্যথা হবে না।

রম্ভা। নাথ! আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী, বোধ হয় তুমি আমার উপর কোন অভিমান কর নাই?

নল। প্রেয়সি! তোমার বিরহে যে জীবিত আছি, সুদ্ধ আমি অমর বলে, নতুবা কখনই আমি বাঁচতেম না।

রম্ভা। (অজিৎকে দেখিয়া) চারুকেশা? তোমার পার্শ্বে কে?

নল। প্রিয়ে! ওটী তোমার জামাতা হবেন, গন্ধর্ব্বকুমারীর উপর ওঁর অনেক দিবসাবধি আশক্ত ছিল, সে বিষয় তোমার নিকট আবেদন কর্‌বার জন্য কিন্নর রাজ-

কুমার আমায় অনেক দিনাবধি অনুরোধ করেছিলেন যে দিন তুমি অপহৃতা হও সেই দিবসেই আমি তোমার সহ ওঁর সন্দর্শন করাতেম কিন্তু ;—

রম্ভা। মা চারু! কিন্নর কুমারের সহ তোমার পরিনয় হলে সুখিনী হও ?

[চারুকেশার মৌনাবলম্বনে স্থিতি]

কিন্নরকুমার! সুকুমারী চারুকেশার প্রসূতী আমায় ওকে অর্পণ করে, ওর কৌমারী অবস্থার পরিবর্ত্তনের ভার আমার উপর। তোমাদের উভয়ের প্রীতভাব দেখে সরলা সুচরিত্রা বালাকে তোমার হস্তে অর্পণ করলেম।

অজি। আপনার আজ্ঞা আমি শীরোধার্য্য করলেম।

নল। প্রেয়সি! চল তোমার সাতিশয় কষ্ট হয়েছে, অগ্রে শীলাঞ্চলে চল, তার পর সকল বিষয়ের উচিতানুচিত বিবেচনা করা যাবে।

রম্ভা। আচ্ছা, মসৃনুরা! তুমি আজ সঙ্গিণী বিহীনা হলে, স্বর্গ নৃত্যকারীর আজ একটি অঙ্গ পতন হলো।

অজিৎ। চারু! মসৃনুর! প্রাণেশ্বর! আসুন, আমায় কগ্র দুর অগ্রবর্ত্তিনী হয়ে যানারোহন করিগে।

নল। তোমার যা অভিরুচি।

সকলের প্রস্থান।

রম্ভাবতী নাটক সমাপ্ত।
